গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ..../...............

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(ক) ''আইন'' অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন);

(খ) "আবেদনপত্র" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ বা বিদ্যমান ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদনকারী কর্তৃক কমিশনে দাখিলকৃত কোন আবেদনপত্র;

(গ) "কম্প্রেসর স্টেশন" অর্থ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন, বিতরণ পাইপলাইন বা গ্যাসাধারের গ্যাসের চাপ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ স্থপনা;

(ঘ) ''কমিশন'' অর্থ আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

(ঙ) ''কারিগরী মূল্যায়ন টিম'' অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র মূল্যায়নের জন্য কমিশন কর্তৃক গঠিত কারিগরী মূল্যায়ন টিম;

(চ) "গ্রাহক (Customer)" অর্থ কোন প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সী যে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্সীর নিকট হইতে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন সেবা গ্রহণ করে;

(ছ) ''চলতি মূলধন'' অর্থ কোন সেবা প্রদান শুরু হইবার এবং উক্ত সেবার মূল্য প্রাপ্তির মধ্যবর্তী সময়ে লাইসেন্সীর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ;

(জ) ''ট্যারিফ'' অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ সেবার মূল্য হার;

(ঝ) ''ট্যারিফ শিডিউল'' অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ সেবার মূল্য হার ও উহা প্রয়োগের শর্তাবলী সম্বলিত বিবরণী;

(ঞ) ''তফসিল'' অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(ট) “পদ্ধতি (Methodology)” অর্থ আইনের ধারা ৩৪ এ উল্লিখিত এবং এই প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণের ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি;

(ঠ) “ভোক্তা (Consumer)” অর্থ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাহার আঙ্গিনা বা স্থাপনায় কোন প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সীর নিকট হইতে গ্যাস সরবরাহ পাইয়াছে;

(ড) “লাইসেন্সী” অর্থ আইনের অধীন প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

(ঢ) “সিটি গেইট স্টেশন (City Gate Station or CGS)” অর্থ এমন একটি স্থান যেখানে গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন হইতে স্থানীয় প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সীর নিকট অর্পিত হয়;

৩। **ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের জন্য আবেদন ও ফিস**।- (১) আইনের ধারা ৩৪ এর বিধান অনুযায়ী, প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের জন্য লাইসেন্সী কমিশনের নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে, উপ-প্রবিধান (২) ও (৩) এর বিধানাবলী অনুসরণক্রমে, আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত আবেদনপত্রের সহিত কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফিস বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে কমিশনের নামে প্রদত্ত ডিমাণ্ড ড্রাফট বা পে-অর্ডার আকারে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রের ছয়টি মুদ্রিত প্রতিলিপি এবং দুইটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (Microsoft Word), একসেল (Excel) অথবা অ্যাকসেস (Access) রীতির ইলেক্ট্রনিক ফরম্যাটে সিডি/ডিভিডি রম (CD/DVD ROM) এ ধারণকৃত প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

৪। **ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য আবেদনপত্রের সহিত সংযোজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি**।- প্রবিধান ৩ এর অধীন ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র ও তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত কাগজপত্রের একটি তালিকা;

(খ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ শিডিউল অনুযায়ী সেবা কার্যক্রম শুরু করিবার প্রত্যাশিত তারিখ;

(গ) যাহাদের নিকট ট্যারিফ শিডিউল প্রেরণ করা হইবে তাহাদের নাম ও ঠিকানা;

(ঘ) যে ধরণের সেবাসমূহ প্রদান করা হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রত্যেকটি সেবার জন্য প্রস্তাবিত ট্যারিফ;

(ঙ) ট্যারিফ ও ট্যারিফ পরিবর্তন সম্বলিত শর্তাবলী, লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে যথাযথভাবে অর্ন্তভুক্ত হইয়াছে মর্মে একটি সার-সংক্ষেপ;

(চ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ শিডিউল অনুযায়ী লেনদেন ও রাজস্ব আয়ের একটি প্রাক্কলিত হিসাব, উহাতে যে মাসে সেবা প্রদান শুরু হইবে তাহার অব্যবহিত পরবর্তী বার মাসে প্রদেয় সেবা ও প্রাপ্য রাজস্ব আয়ের এক বৎসরের মাসওয়ারী প্রাক্কলিত হিসাবের উল্লেখ থাকিবে;

(ছ) ট্যারিফ শিডিউলে প্রস্তাবিত রেটের ভিত্তি এবং কিভাবে উহা নির্ধারিত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা;

(জ) প্রস্তাবিত রেট নির্ধারণের লক্ষ্যে যে সকল ব্যয়ের (সম্পূর্ণ ব্যয়িত, বৃদ্ধিজনিত বা অন্যবিধ) হিসাব করা হইয়াছে, উক্ত রেটের যৌক্তিকতা বিবেচনার জন্য, উহাদের বিস্তারিত বিবরণসহ একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী;

(ঝ) আবেদনকারীর বা অন্য কোন নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের একই প্রকার বিতরণ সেবা, আন্তঃসংযোগ বা অন্য কোন সহায়ক সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রেটের সহিত প্রস্তাবিত রেটের একটি তুলনামুলক বিবরণী;

(ঞ) সেবার বিস্তারিত শর্তাবলীসহ, সংশ্লিষ্ট বিতরণ, আন্তঃসংযোগ ও সহায়ক সেবার চুক্তিসমূহের অনুলিপি।

৫। **ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত সংযোজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যদি**।- প্রবিধান ৩ এর অধীন ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযোজন ও তথ্যদি প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) কালানুক্রমিক বর্ণনাসহ (historical trend) প্রস্তাবিত ট্যারিফের সার-সংক্ষেপ;

(খ) ট্যারিফ পরিবর্তনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা;

(গ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ নির্ধারণে গৃহীত পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখসহ, ট্যারিফ পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হইতে পারে এইরূপ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বর্ণনাঃ

(অ) অনুরূপ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহিত আবেদনকারীর বর্তমান সম্পর্ক; এবং

(আ) প্রস্তাবিত পরিবর্তনের পর কিরূপ সম্পর্কের উদ্ভব হইতে পারে;

(ঙ) বিগত সর্বশেষ ধারাবাহিক তিন বৎসরের নিরীক্ষিত বাৎসরিক হিসাব বিবরণী;

(চ) প্রস্তাব পেশকালীন চলতি বৎসরের সাময়িক হিসাব বিবরণী;

(ছ) বর্তমান আর্থিক অবস্থা এবং প্রস্তাবিত ট্যারিফ পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণী;

(জ) প্রস্তাব অনুমোদিত না হইলে সম্ভাব্য আর্থিক প্রভাবের বিস্তারিত বিবরণ;

(ঝ) ট্যারিফ প্রস্তাব পেশ করার পরবর্তী বৎসরের আর্থিক পূর্বাভাস;

(ঞ) বিগত তিন বৎসরের লাভ-ক্ষতির প্রতিবেদন;

(ট) সেবার বিস্তারিত শর্তাবলীসহ, আবেদনকারীর মতে প্রস্তাব মূল্যায়নে সহায়ক হইতে পারে এইরূপ অন্য যে কোন তথ্য।

৬। **আবেদনপত্র গ্রহণ ও পরীক্ষা**।- (১) প্রবিধান ৩ এর অধীন কোন আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক ত্রিশ কর্মদিবসের মধ্যে কমিশন নিজে বা উহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক গঠিত কারিগরী মূল্যায়ন টিম উক্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা করিবে।

(২) কমিশন, কারিগরী মূল্যায়ন টিমের পরামর্শ অনুযায়ী, প্রয়োজন মনে করিলে, আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক পনের কর্মদিবসের মধ্যে, আবেদনপত্র মূল্যায়নের জন্য অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র আদেশ প্রাপ্তির অনধিক সাত কর্মদিবসের মধ্যে সরবরাহ বা দাখিল করিবার জন্য আবেদনকারীকে আদেশ দান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র প্রাপ্তির পর, কমিশন আবেদনপত্রের প্রাপ্তি লিপিবদ্ধ করিবে এবং কমিশনের নিয়মিত প্রশাসনিক সভায় কারিগরী মূল্যায়ন টিমকর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করিবে। উক্ত সভায় আবেদনপত্রটি বিবেচনার জন্য গৃহীত হইলে সভার তারিখ আবেদনপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইবার তারিখ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) প্রস্তাবিত ট্যারিফ শিডিউল বা উহার অংশবিশেষ কমিশনের বিবেচনাধীন থাকাকালে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সী উক্ত ট্যারিফ শিডিউল বা উহার অংশবিশেষ পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

৭। **মূল্যায়নের পূর্বে আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান**।- (১) প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র সরবরাহ করা না হইলে কমিশন কোন আবেদনপত্র বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত অবস্থায় কমিশন আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে, তবে অনুরূপ প্রত্যাখ্যানের পূর্বে আবেদনকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

৮। **গণবিজ্ঞপ্তি ও নোটিশ প্রদান**।- (১) প্রবিধান ৩ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইলে কমিশন দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এতদ্‌সম্পর্কে একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

(২) আবেদনপত্র দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে অথবা উহাতে স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ পক্ষ বা পক্ষগণকে এবং যাহাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হইতে পারে তাহাদিগকে কমিশন এতদ্‌সম্পর্কে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) কমিশন নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক পন্থায় উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) বাহকের মাধ্যমে হাতে হাতে প্রদান;

(খ) প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্টার্ড ডাক বা কুরিয়ারযোগে প্রেরণ; এবং

(গ) প্রয়োজনবোধে, অন্য যে কোন পন্থায় প্রদান বা প্রেরণ।

(৪) কোন ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিতে হইলে, তাহা উক্ত ব্যক্তির নিকট তাহার প্রদত্ত ঠিকানায় অথবা তিনি বা তাহার প্রতিনিধি যে স্থানে সাধারণতঃ বসবাস করেন অথবা ব্যবসায় পরিচালনা করেন অথবা অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ করেন সেই স্থানে প্রেরণ করা যাইবে।

(৫) এই প্রবিধানের অধীন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও নোটিশ প্রদানের ব্যয় সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী বহন করিবেন।

৯। **আবেদনকারীর সহিত যোগাযোগ**।- (১) ট্যারিফ নির্ধারণ বা বিদ্যমান ট্যারিফের পরিবর্তন বিবেচনার জন্য কমিশন কর্তৃক কোন আবেদনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইবার পর হইতে কমিশন কর্তৃক উহার সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে লিখিতভাবে না জানানো পর্যন্ত আবেদনকারীর সহিত সকল যোগাযোগ কমিশন বা উহার প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিতভাবে হইবে।

(২) আবেদনকারীর সহিত সকল যোগাযোগ কেবলমাত্র ব্যাখ্যা ও অতিরিক্ত তথ্য সম্পর্কে হইবে, যাহা আবেদনকারী কমিশনকে লিখিতভাবে সরবরাহ করিবে।

১০। **পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী আবেদনপত্রের মূল্যায়ন**।- (১) কোন আবেদনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইবার পর কমিশন উহার কারিগরী মূল্যায়ন টিম দ্বারা উহা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করিবে; তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী আবেদনপত্র মূল্যায়ন করা হইবে।

(২) আবেদনপত্র মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য কারিগরী মূল্যায়ন টিম তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং সাধারণভাবে উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; আবেদনপত্রের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কারিগরী মূল্যায়ন টিম কমিশনে কর্মরত সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১১। **মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন**।- কারিগরী মূল্যায়ন টিম কর্তৃক আবেদনপত্র মূল্যায়নের পর উহার মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশন শুনানীতে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করিতে পারিবে।

১২। **শুনানী**।- (১) প্রবিধান ১১ এর অধীন মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের অনধিক ষাট কর্মদিবসের মধ্যে কমিশন একটি শুনানীর ব্যবস্থা করিবে, যেখানে বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ ট্যারিফ আবেদনপত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমান উপস্থাপন করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে সেই সম্পর্কে জেরা করা যাইবে। উক্ত শুনানী কমিশনের শুনানী প্রবিধানমালা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন কর্মকর্তাগণ শুনানী গ্রহণ কালে আবেদনপত্র সম্পর্কে তাহাদের বিশ্লেষণ এবং কমিশন কর্তৃক গ্রহণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের সুপারিশ ব্যাখ্যাসহ উহার অনুকূলে লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করিবেন এবং সম্ভাব্য জেরার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিবন্ধিত পক্ষগণের নিকট শুনানীর তারিখের অন্ততঃ সাত কর্মদিবস পূর্বে পৌঁছাইতে হইবে। অনুরূপভাবে, কমিশন কর্মকর্তাগণ ব্যতীত অন্যান্য পক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহারা উহার অনুলিপি কমিশন ও নিবন্ধিত অন্যান্য পক্ষের নিকট শুনানীর তারিখের অন্ততঃ সাত কর্মদিবস পূর্বে পৌঁছাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি শুনানীতে অংশগ্রহণ বা আপত্তি উত্থাপনে ইচ্ছুক হইলে অথবা আবেদনপত্র সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করিতে চাহিলে তিনি, প্রবিধান ৮ এর অধীন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বা নোটিশ প্রদানের অনধিক পনের

কর্মদিবসের মধ্যে, নিজ বক্তব্য বা মতামত স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত একটি মূল ও চারটি অনুলিপি আকারে, তাঁহার নাম, পূর্ণ ঠিকানা ও বক্তব্য বা মতামতের অনুকূলে যৌক্তিক কারণ উল্লেখসহ, কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত বক্তব্য বা মতামত কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফিসসহ দাখিল করিতে হইবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন কোন বক্তব্য বা মতামত দাখিল করা হইলে কমিশন উহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিবে এবং অনুরূপ বক্তব্য বা মতামত দাখিলকারী কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি পক্ষ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে; উক্ত ব্যক্তির শুনানীতে অংশগ্রহণ কমিশনের শুনানী প্রবিধানমালার বিধানাবলী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) কমিশন কোন ব্যক্তির বক্তব্য বা মতামত শুনানী গ্রহণ ব্যতীত প্রত্যাখ্যান করিলে উক্ত ব্যক্তি তাহার বক্তব্য বা মতামতের অনুকূলে অতিরিক্ত তথ্য প্রমাণ প্রদান সাপেক্ষে শুনানীতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

১৩। **শুনানী গ্রহণের পর আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান**।- (১) কোন আবেদনপত্রের উপর শুনানী গ্রহণের পর কমিশন নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক কারণে উক্ত আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত কাগজপত্র এই প্রবিধানমালার আবশ্যকতা পূরণে ব্যর্থ হইলে;

(খ) দাখিলকৃত কাগজপত্র মূলতঃ মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে;

(গ) আবেদনকারী বাংলাদেশের অন্যান্য প্রচলিত আইন ভঙ্গ করিলে;

(ঘ) আইন, এই প্রবিধানমালা অথবা কমিশনকর্তৃক প্রণীত অন্য যে কোন প্রবিধানমালার অধীন আবেদনকারীর ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করার অধিকার না থাকিলে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কমিশন কোন আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে এবং প্রত্যাখ্যান করার তারিখ হইতে অনধিক ত্রিশ কর্মদিবসের মধ্যে তৎসম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৩) কমিশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর শুনানী গ্রহণ বা তাহাকে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান ব্যতীত কোন আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিবে না।

১৪। **কমিশনের সিদ্ধান্ত**।- (১) কমিশন কোন আবেদনপত্র সম্পর্কে, আগ্রহী পক্ষগণের শুনানী গ্রহণ এবং ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির পর, অনধিক নব্বই কর্মদিবসের মধ্যে, উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তাহা বিজ্ঞপ্তি আকারে জারী করিবে।

(২) কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত ও আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কমিশনকর্তৃক চূড়ান্ত আদেশ প্রদান সত্ত্বেও, কোন পক্ষ কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার অনধিক ত্রিশ কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের নিকট উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন

করিতে পারিবে; এইরূপ আবেদনপত্র ও তৎসম্পর্কে কমিশনের কার্যাবলী কমিশনের শুনানী প্রবিধানমালার বিধানাবলী অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে।

(৪) কমিশনের সকল আদেশ ও সিদ্ধান্তের অনুলিপি কমিশনের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও কমিশনের সীলমোহর দ্বারা সত্যায়িত করা যাইবে।

(৫) এই প্রবিধানের অধীন যে কোন দলিল বা আদেশের অনুলিপি, কমিশনকর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফিসের বিনিময়ে, যে কোন ব্যক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবে।

১৫। **ট্যারিফ কার্যকর থাকিবার মেয়াদ**।- (১) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ তৎকর্তৃক প্রদত্ত আদেশে যে তারিখ নির্ধারিত হইবে সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

(২) যতদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সী বা কোন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন না করিবে অথবা কমিশন স্বেচ্ছায় ট্যারিফ পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ না করিবে ততদিন পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ কার্যকর থাকিবে।

(৩) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী বার মাসের মধ্যে উহা পরিবর্তনের জন্য কোন অবেদনপত্র বিবেচিত হইবে না, তবে যদি জ্বালানী মূল্যের পরিবর্তনসহ অন্য কোন পরিবর্তন আবেদনকারী প্রমাণ করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে এই বিধান শিথিলযোগ্য হইবে।

১৬। **ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি**।- (১) লাইসেন্সী ট্যারিফ আবেদনপত্র সম্পর্কে কমিশন কর্তৃক প্রবিধান ১৪(১) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

(২) লাইসেন্সী প্রত্যেক ভোক্তার নিকট কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নুতন ট্যরিফ বা বিদ্যমান ট্যারিফের পরিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিবে।

(৩) ট্যারিফ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, লাইসেন্সী উক্ত বিজ্ঞপ্তির সহিত বিদ্যমান ট্যারিফ শিডিউলও সংযুক্ত করিবে।

তফসিল

[প্রবিধান ১০(১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি (Methodology)

১। সূচনা

১.১। প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফের এই পদ্ধতির (methodology) উদ্দেশ্য এমন একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা যাহা বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণে লাইসেন্সী কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বিদ্যমান থাকার কারণে লাইসেন্সী তাহার ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। একইভাবে ভোক্তা ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষও কমিশন কর্তৃক ট্যারিফ প্রস্তাব পরীক্ষার প্রতি এই ভাবিয়া আস্থাশীল থাকিবে যে, কমিশন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতির মান পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপ মান নির্ধারণ কমিশন কর্মকর্তাগণকে ট্যারিফ আবেদন পরীক্ষার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি প্রদান করে।

১.২। বিতরণ লাইসেন্সীর প্রয়োজন অনুযায়ী অবস্থাভেদে তাহার সেবার ধরণ বাছাই এর সুযোগ থাকিবে।

১.৩। প্রত্যেক বিতরণ লাইসেন্সী তাহার ট্যারিফ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী প্রকাশ করিবে, যাহা সকল পক্ষের নিকট সহজলভ্য হইবে এবং যাহাতে সেবার রেট, স্থায়ী প্রকৃতির কোন চার্জ, এবং সেবা প্রদান, সেবার অবসান, বিলম্ব মাশুল, বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ নিয়ম ও শর্তাবলীর উল্লেখ থাকিবে।

১.৪। প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সী প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্সীর সহিত গ্যাস পরিবহন এবং উক্ত সঞ্চালন লাইসেন্সীর মালিকানাধীন সিটি গেইট স্টেশন/রেগুলেটিং এন্ড মিটারিং স্টেশন/ম্যানিফোল্ড স্টেশন-এর বহির্গামী ব্যবস্থা হইতে গ্যাস গ্রহণের চুক্তি সম্পাদন করিবে। প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সী তাহার সকল ভোক্তার সহিত সেবা চুক্তি সম্পাদন করিবে। চুক্তি সম্পাদন সম্পূর্ণ হইবার সময় ভোক্তাগণকে সেবা প্রাপ্তির নিয়ম ও শর্তাবলী এবং বিদ্যমান রেট সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

১.৫। বিতরণ লাইসেন্সীর প্রত্যেক ভোক্তা প্রতি মাসে একটি বিস্তারিত বিল পাইবেন। উক্ত বিলে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, গ্যাস পণ্যের রেট এবং ভোক্তাদের নিকট সেবা পৌঁছাইবার জন্য বিতরণ রেট এই দুই এর সমষ্টি, এবং অন্য কোন প্রযোজ্য ভোক্তা চার্জ থাকিলে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

২। প্রাকৃতিক গ্যাস পণ্য রেট

২.১। ঘন মিটারের ভিত্তিতে সকল পাইকারী প্রাকৃতিক গ্যাস ক্রয়ের ভারিত গড় (weighted average) হইতেছে প্রাকৃতিক গ্যাস পণ্য রেট।

২.২। বিতরণ লাইসেন্সী ভোক্তার বিলের জ্বালানী অংশের উপর কোন মুনাফা অর্জন করিবে না।

২.৩। বিতরণ লাইসেন্সীর নিকট গ্যাস পরিবহন বাবদ ব্যয় এবং পরিবহন ক্ষতি (transmission loss) প্রাকৃতিক গ্যাস পণ্য রেটের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২.৪। খুচরা ভোক্তাদের জন্য জ্বালানী বিলের রেট নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, উল্লিখিত মোট ব্যয় প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করা হইবে। বিলের মেয়াদের গ্যাস পণ্য ব্যয় নিরূপণের জন্য বিলের ভোক্তার গ্যাস পণ্যের অংশ উক্ত রেট দ্বারা গুণ করা হইবে।

২.৫। একক পাইকারী সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে, জ্বালানী অংশের হিসাব নিম্নরূপ করা হইবে, যথাঃ-

গ্যাস পণ্য রেট = (পাইকারী প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যয় + পরিবহন ব্যয় +পরিবহন ক্ষতি) ÷ প্রাপ্ত ঘনমিটার

যেখানে ঃ

পরিবহন ক্ষতি = (% ক্ষতি X প্রাপ্ত ঘনমিটার পরিমাণ X পাইকারী প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যয়) ÷ প্রাপ্ত ঘনমিটার

২.৬। বিতরণ লাইসেন্সীর ভোক্তা বিলের গ্যাস পণ্য রেট নির্ণয়ের হিসাব কমিশন কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

২.৭। ভোক্তা বিলের গ্যাস পণ্যের অংশটি বিতরণ সেবা রেট, ভোক্তা চার্জ ও বিবিধ চার্জ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত রেট বেজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেবা রেট ও অন্যান্য চার্জের পরিবর্তন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে গ্যাস পণ্য রেট প্রতি তিন মাস অন্তর সংশোধিত হইবে।

৩। **প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ সেবা রেট**

৩.১। **সার-সংক্ষেপ**

৩.১.১। উক্ত পদ্ধতিতে নির্ধারিত রেট ভোক্তাগণকে স্বল্পতম ব্যয়ে সেবা প্রদানে, লাইসেন্সীর জন্য তাহার সকল পরিচালন ব্যয় সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত রাজস্ব আয়ের সুযোগ সৃষ্টিতে, লাইসেন্সীর পরিচালন ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নয়ন সাধনে এবং বিনিয়োগের জন্য মূলধন আকর্ষণে সহায়ক হইবে।

৩.১.২। উক্ত পদ্ধতিতে নির্ধারিত রেট সেবার একেকটি শ্রেণীর ব্যয়ের (class cost of service) ভিত্তিতে নির্ধারিত। প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণীর (consumer class) রেট শিডিউল সেবা গ্রহণকারী ভোক্তাদের নিকট ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত হইতে হইবে। একইরূপ সেবা গ্রহণকারী ভোক্তাদের অভিন্ন চার্জ প্রদান করিতে হইবে। চার্জের বিভিন্নতা ব্যয়ের বিভিন্নতার সহিত সাযুজ্যপূর্ণ হইবে। ব্যয় ও রাজস্বের মধ্যে সম্পূর্ণ সমতা স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্জন করা দুঃসাধ্য হইতে পারে। বিদ্যমান রেট এবং এই পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী নির্ণীত রেটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান থাকিলে, প্রত্যেক ভোক্তা শেষোক্ত রেটকে অযৌক্তিক মনে করিতে পারে। রেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পদ্ধতির (methodology) মানদণ্ড অনুসরণের জন্য বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হইবে। প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণীর রেট-বৃদ্ধি নির্ধারণে করের প্রভাব সমন্বয় করা হয়। রাজস্ব চাহিদা হইতে ভোক্তা চার্জ বাবদ আহরিত রাজস্ব বিয়োগ করা হইবে, যদি সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর রেট-বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠাকল্পে অন্তর্নিহিত ব্যয় রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। কোন শ্রেণীর বিতরণ রেট নির্ধারণের জন্য উক্ত শ্রেণীর বিদ্যমান রাজস্বের সহিত প্রস্তাবিত রেট-বৃদ্ধি যোগ

করা হইবে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিতরণকৃত গ্যাস ইউনিটের যাচাই বর্ষ (Test Year) এর পরিমাণ দ্বারা উহাকে ভাগ করা হইবে।

৩.১.৩। এই পদ্ধতিতে আলোচিত শ্রেণীসমূহের মধ্যে আবাসিক রেট–নির্দিষ্ট রেট (fixed rate) এবং মিটারযুক্ত রেটের (metered rate) মধ্যে বিভক্ত হইবে। সমগ্র আবাসিক শ্রেণীর রাজস্ব চাহিদা সম্পূর্ণরূপে আবাসিক নির্দিষ্ট ও মিটারযুক্ত রেট দ্বারা পূরণ হইবে। কোনরূপ পরোক্ষ ভর্তুকি প্রদান করা যাইবে না, যেখানে বাণিজ্যিক, শিল্প প্রভৃতি শ্রেণীর রাজস্ব আবাসিক শ্রেণীর রাজস্বের সমর্থনে ব্যবহৃত হইবে।

৩.২ যাচাই বর্ষ (Test Year)

৩.২.১। যাচাই বর্ষ (Test Year) একটি প্রমিত (standardized) মেয়াদ যাহা রেট নির্ধারণের জন্য অভিন্ন উপাত্ত প্রদান করে। আবেদনকারী এই মেয়াদের ভিত্তিতে কোম্পানীর সকল উপাত্ত সংকলন করে। যাচাই বর্ষের উপাত্তের ভিত্তিতেই কমিশনের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

৩.২.২। যাচাই বর্ষ বার মাসের একটি মেয়াদকাল যাহার পূর্ণাঙ্গ উপাত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মেয়াদকালের সংকলিত উপাত্তের ভিত্তিতে কমিশন কর্মকর্তাগণ রেট ও ট্যারিফ আবেদনের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন আবেদন কতখানি যুক্তিসঙ্গত। কমিশন উহার নিকট দাখিলকৃত বিতরণ ট্যারিফ রেট আবেদনপত্রের জন্য ৩০ জুন সমাপ্য সাম্প্রতিকতম অর্থ বৎসরকে যাচাই বর্ষ হিসাবে গ্রহণ করে। যেক্ষেত্রে কোন বিতরণ আবেদনকারীর পূর্ব পরিচালন অভিজ্ঞতা নাই সেইক্ষেত্রে কমিশন একটি অর্থবৎসরের সর্বোত্তম প্রাক্কলিত হিসাব বিবেচনা করিবে।

৩.২.৩। প্রতি দুই বৎসর অন্তর, প্রত্যেক বিতরণ লাইসেন্সী আবাসিক নির্দিষ্ট ট্যারিফ শ্রেণীর ভোক্তাদের ভোগকৃত গ্যাসের উপর সমীক্ষা চালাইবে। ভোক্তাদের মধ্য হইতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্বাচিত নমুনা অথবা যেখানে একই ট্যারিফের আওতাধীন ভোক্তাগণ একত্রিত হইতে পারেন সেখানে, নমুনা হিসাবে প্রতি তিন মাসে তাহাদের ভোগকৃত গ্যাসের পরিমাপ করা হইবে। প্রতিটি নির্দিষ্ট আবাসিক রেটের ক্ষেত্রে ৯৭% পরিসংখ্যান মানের আস্থা অর্জনের জন্য পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সময় ও নমুনা নির্ধারিত হইবে।

৩.৩। কস্ট অব সার্ভিস (Cost of Service)

৩.৩.১। কস্ট অব সার্ভিস প্রত্যেক শ্রেণীর সেবার রেট (আবাসিক, আবাসিক হারের বাণিজ্যিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG) জ্বালানী স্টেশন, মৌসুমী, ক্যাপটিভ (captive) বিদ্যুৎ, ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ, আইপিপি (IPP), সরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন, নিশ্চিত ও বিঘ্নিত সরবরাহ ইত্যাদি) ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নির্ধারণ করে।

৩.৩.২। এই পদ্ধতিতে (methodology) আলোচিত শ্রেণী বৈশিষ্ট্যসমূহ বিতরণ লাইসেন্সীদের জন্য বাধ্যতামূলক নহে। বিতরণ লাইসেন্সীগণ তাহাদের বিতরণ চাহিদা যেন অত্যন্ত যথাযথভাবে

প্রতিফলিত হয় সেইরূপ ভোক্তা শ্রেণীর গঠন ও বৈশিষ্ট্য তাহাদের রেট আবেদনপত্রের অংশ হিসাবে উল্লেখ করিবে। শ্রেণীর সংখ্যা ও ধরণ নির্বিশেষে বরাদ্দ নীতি একইরূপ থাকিবে।

৩.৩.৩। শ্রেণী ভিত্তিক রাজস্ব চাহিদার সমষ্টি গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সীর সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদার সমান হইবে।

৩.৩.৪। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, ব্যয় রিটার্ণ (cost return) ও রাজস্ব সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিতরণ ভোক্তা শ্রেণীর প্রতি অর্পিত বা বরাদ্দকৃত হইবে।

৩.৩.৫। সংশ্লিষ্ট যাচাই বর্ষের জন্য নিরূপিত ব্যয়ের ভিত্তিতে সকল ব্যয়, আয় ও রেট নির্ণীত হইবে।

৩.৩.৬। সকল ব্যয় ও অন্যান্য আর্থিক উপাদান প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণীর, যেমন- আবাসিক বা শিল্প, উপর সরাসরি ন্যস্ত করা যায় না। সেই কারণে, কিছু ব্যয় বিষয় ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর জন্য হিসাবভুক্ত রাখিতে হইবে। উক্ত ব্যয় চাহিদা, পণ্য, ভোক্তা ও রাজস্ব বরাদ্দের ভিত্তিতে হইতে পারে। এই তফসিলের শেষাংশে হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

৩.৪। রাজস্ব চাহিদা (Revenue Requirement)

৩.৪.১। সার-সংক্ষেপ

৩.৪.১.১। কোন বিতরণ লাইসেন্সী যে পরিমাণ আয় দ্বারা তাহার পরিচালন অব্যাহত রাখিতে, বিনিয়োগের জন্য মূলধন আকৃষ্ট করিতে এবং সর্বোপরি ভোক্তাদের স্বল্পতম ব্যয়ে সেবা প্রদান করিতে সক্ষম তাহাই রাজস্ব চাহিদা।

৩.৪.১.২। রিটার্ণ অন রেট বেজ (return on rate base) এবং বিতরণ প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক পরিচালন ব্যয়ের সমষ্টি মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা (Revenue Requirement) হইবে।

মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = রিটার্ণ অন রেট বেজ + মোট ব্যয়

৩.৪.১.৩। প্রত্যেক শ্রেণীর সেবার জন্য রাজস্ব চাহিদা নিরূপিত হয়। সকল শ্রেণীর রাজস্ব চাহিদার সমষ্টি লাইসেন্সীর সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদার সমান হইবে। যাচাই বর্ষের উপাত্তের ভিত্তিতে প্রত্যেক শ্রেণীর বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা নির্ধারিত হয। প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণীর বর্তমান রাজস্বের সহিত তুলনা করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য রাজস্ব-বৃদ্ধি নির্ণয় করা হয়। রাজস্ব-বৃদ্ধি বলিতে ভোক্তা শ্রেণীর রাজস্ব চাহিদা অর্জনের জন্য বিতরণ প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন তাহা বুঝায়। যেহেতু রাজস্ব-বৃদ্ধিও করযোগ্য, তাই প্রতিষ্ঠানটির রাজস্ব চাহিদা নিশ্চিতকল্পে যাহাতে প্রয়োজনীয় নীট আয় অর্জন করিতে পারে তজ্জন্য করের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় এবং

তাহা করা হয় "গ্রস আপ" (gross up) ফ্যাক্টরের মাধ্যমে, যাহা রেভেনিউ কনভার্শন ফ্যাক্টর নামে অভিহিত। রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণ একবার নির্ধারিত হইলে, যাচাই বর্ষের মোট রাজস্ব চাহিদা অর্জনের লক্ষ্যে উহা প্রত্যেক শ্রেণীর বর্তমান রাজস্বের সহিত যোগ করা হয়। অতঃপর শ্রেণীর বিতরণ রেট নির্ণয়ের জন্য উহাকে যাচাই বর্ষে বিতরণকৃত শ্রেণীর গ্যাসের মোট ইউনিট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়।

৩.৪.২। **রেট বেজ বা কোয়ালিফাইং অ্যাসেটস** (Rate Base or Qualifying Assets)

৩.৪.২.১। **সার-সংক্ষেপ**

৩.৪.২.১.১। বিতরণ লাইসেন্সীর রেট বেজ বলিতে তাহার ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদের অবচয়িত মূল্য এবং রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সমষ্টিকে বুঝায়।

রেট বেজ = ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদের অবচয়িত মূল্য + রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল

৩.৪.২.১.২। মোট রেট বেজ হইল প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণীর বিপরীতে সরাসরি অর্পিত ও বরাদ্দকৃত রেট বেজের সমষ্টি।

৩.৪.২.২। **ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদ (Used and Useful Assets)**

৩.৪.২.২.১। একটি গ্যাস বিতরণ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সম্পদ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত: ইনট্যানজিবল প্লান্ট (intangible plant), বিতরণ প্লান্ট (distribution plant) এবং জেনারেল প্লান্ট (general plant)। প্লান্টের যথাযথ হিসাব কোড ও সংজ্ঞা ইত্যাদি কমিশনের অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (যখন প্রণীত হইবে) অনুযায়ী ব্যবহৃত হইবে।

৩.৪.২.২.১.১। ইনট্যানজিবল প্লান্ট, প্রতিষ্ঠান, লাইসেন্স ও অনুমতি এবং বিবিধ অদৃশ্যমান সম্পদ সমন্বয়ে গঠিত হইবে। চাহিদা বরাদ্দের ভিত্তিতে ইনট্যানজিবল প্লান্টের ব্যয় বরাদ্দ হইবে।

৩.৪.২.২.১.২। প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ প্লান্টের অন্তর্ভুক্ত সম্পদসমুহ নিম্নরূপ, যথাঃ- ভূমি ও ভূমি অধিকার, অবকাঠামো ও উহার উন্নয়ন, পাইপলাইন নেটওয়ার্ক, কন্ট্রোল প্যানেল, ক্যাথোডিক প্রটেকশন যন্ত্রপাতি, পিগ লঞ্চিং ও রিসিভিং (pig launching & receiving) স্টেশন, স্কাডা ও টেলিকমিউনিকেসন (SCADA & Telecommunication) যন্ত্রপাতি, কমপ্রেসর স্টেশন যন্ত্রপাতি, মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি- সাধারণ, মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি- সিটি গেইট চেক স্টেশন, সেবা, মিটার ও মিটার স্থাপনা, আবাসিক গ্যাস-প্রেসার রেগুলেটর ও স্থাপনা, শিল্প ও বানিজ্য মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি, ভোক্তার আঙ্গিনায় অবস্থিত অন্যান্য সম্পদ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি।

বিতরণ প্লান্টের অন্তর্ভুক্ত সম্পদসমূহের চাহিদা ও ভোক্তা সংক্রান্ত অ্যালোকেশন নিম্ন সারণীতে প্রদর্শিত হইলঃ

বিবরণ	অ্যালোকেশন	
	চাহিদা সংক্রান্ত	ভোক্তা সংক্রান্ত
ভূমি ও ভূমি অধিকার	X	
অবকাঠামো ও উহার উন্নয়ন	X	
পাইপলাইন নেটওয়ার্ক	X	
কন্ট্রেল প্যানেল	X	
ক্যাথোডিক প্রটেশন যন্ত্রপাতি	X	
পিগ লঞ্চিং ও রিসিভিং (pig launching & receiving) যন্ত্রপাতি	X	
স্কাডা ও টেলিকমিউনিকেসন (SCADA & Telecommunication) যন্ত্রপাতি	X	
কমপ্রেসর স্টেশন যন্ত্রপাতি	X	
মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি-সাধারণ	X	
মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি-সিটি গেইট চেক স্টেশন	X	
সেবা		X
মিটার ও মিটার স্থাপনা		X
আবাসিক গ্যাস-প্রেসার রেগুলেটর ও স্থাপনা		X
বাল্ক, শিল্প ও বানিজ্য মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি		X
ভোক্তার আঙিনায় অবস্থিত অন্যান্য সম্পদ		X
অন্যান্য যন্ত্রপাতি	X	

৩.৪.২.২.১.৩। যেরূপ উপরের সারণীতে বর্ণিত হইয়াছে, ভোক্তা শ্রেণীকে তাহাদের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্পদ বরাদ্দ করা হয়। চাহিদা নির্দেশক (demand allocator) সম্পর্কে এই পদ্ধতিতে (methodology) বর্ণিত পরবর্তী আলোচনা অনুসারে উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল প্লান্টের মোট প্রদর্শিত মূল্য (book value) প্রত্যেক শ্রেণীর চাহিদা নির্দেশক দ্বারা গুণ করিয়া সার-সংক্ষেপ ছকে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

৩.৪.২.২.১.৪। সেবা, মিটার, ভোক্তার আঙ্গিনায় স্থাপিত কাঠামো, আবাসিক গ্যাস-প্রেসার রেগুলেটর ও স্থাপনা, শিল্প ও বানিজ্য মিটারিং ও রেগুলেটিং, অন্যান্য সম্পদ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ভোক্তা শ্রেণীকে সরাসরি অর্পণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রেট শ্রেণীকে বরাদ্দ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ যেমন, আবাসিক মিটার, প্রেসার রেগুলেটর ও স্থাপনা ব্যয় সার-সংক্ষেপ সারণীতে আবাসিক ভোক্তাদের

অধীনে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য যে কোন ব্যয়, যাহা সরাসরি ন্যস্ত করা যায় না এই পদ্ধতিতে (methodology) পরবর্তীতে উল্লিখিত ভোক্তা অ্যালেকেশন ফ্যাক্টর (allocation factor) দ্বারা গুণ করিয়া সার-সংক্ষেপ সারণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

৩.৪.২.২.১.৫। নূতন সম্পদ যখন ব্যবহৃত বা ব্যবহার্য হইবে তখন উহা রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সম্পদ মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং উহার প্রকৃত ব্যয় উহার মূল্যরূপে নির্ধারিত হইবে।

৩.৪.২.২.১.৬। জেনারেল প্লান্ট (general plant) এর অন্তর্ভুক্ত সম্পদসমূহ নিম্নরূপ,যথাঃ- ভূমি ও ভূমি অধিকার, অবকাঠামো ও উহার উন্নয়ন, অফিস আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি, পরিবহন যন্ত্রপাতি, ভাণ্ডার যন্ত্রপাতি, যন্ত্র (tools), ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি, যোগাযোগ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য দৃশ্যমান সম্পদ। চাহিদা ও জ্বালানী-সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ভিত্তিতে জেনারেল প্লান্টকে বরাদ্দ করা হইবে।

৩.৪.২.২.২। নূতন সম্পদ যখন ব্যবহৃত বা ব্যবহার্য হইবে তখন উহা রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সম্পদ মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং উহার প্রকৃত সংগ্রহ ব্যয়/মূল্য উহার মূল্যরূপে নির্ধারিত হইবে।

৩.৪.২.২.৩। অবচয় একটি প্রক্রিয়া যদ্দ্বারা অবচয়যোগ্য সম্পদের সংগ্রহ ব্যয়কে নীট স্যালভেজ ভ্যাল্যুর (net salvage value) সহিত সমন্বয় পূর্বক, একটি নিয়মানুগ ও যৌক্তিক উপায়ে উক্ত সম্পদের স্বাভাবিক ব্যবহারোপযোগী আয়ুষ্কালের উপর বন্টন করিয়া দেওয়া হয়।

৩.৪.২.২.৩.১। সংযোজন ও উন্নয়নের প্রকৃত সংগ্রহ ব্যয় সংশ্লিষ্ট বিতরণ প্লান্টের (plant) বিপরীতে হিসাবভুক্ত করা হইবে। কোন বিতরণ প্লান্ট সম্পদের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লোপ পাইলে, নীট স্যালভেজ ভ্যাল্যু (net salvage value) ব্যতীত, অপসারণ ব্যয়সহ পুঞ্জীভূত অবচয় রিজার্ভের বিপরীতে উহার প্রকৃত সংগ্রহ ব্যয় সমন্বয় করিতে হইবে। রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও ছোটখাট জিনিসের প্রতিস্থাপন ব্যয় পরিচালন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.৪.২.২.৩.২। ট্যারিফ রেট প্রণয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষণের উদ্দেশ্যে সকল জন-উপযোগ প্রতিষ্ঠান সম্পদের ক্ষেত্রে স্ট্রেইট লাইন অবচয় পদ্ধতি (straight-line depreciation method) প্রয়োগ করা কমিশন আবশ্যক মনে করে। সম্পদের ব্যবহারোপযোগী বা প্রমিত আয়ুষ্কাল বাংলাদেশ

একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Bangladesh Accounting Standard) এবং কমিশন যেরূপ স্থির করিবে সেইরূপ অবচয় তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

৩.৪.২.২.৩.৩। চলতি সম্পদের বর্তমান বুক ভ্যালুর (book value) উপর স্থিরকৃত অবচয় খরচ হিসাবে মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং সম্পদ মূল্যায়নের পরবর্তী কোন সংশোধনের ভিত্তিতে উহার পুনর্মূল্যায়ন হইবে না।

৩.৪.২.২.৩.৪। ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করিবার সময় প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সী নিম্নবর্ণিত তথ্য সম্বলিত একটি তফসিল দাখিল করিবে, যথাঃ- সম্পদের প্রকৃত সংগ্রহ ব্যয়, পুঞ্জীভূত অবচয়, অবচয় বাবদ হ্রাস করার পর সম্পদের নীট মূল্য, এবং যাচাই বর্ষের জন্য ট্যারিফ রেটের আবেদনপত্রে যে পরিমাণ অবচয় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

৩.৪.২.২.৩.৫। ভোক্তা শ্রেণীকে যেরূপে প্লান্ট (plant) ব্যয় বরাদ্দ করা হয় সেই একইরূপে অবচয় ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে।

৩.৪.২.৩। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (Regulatory Working Capital)

৩.৪.২.৩.১। সার-সংক্ষেপ

৩.৪.২.৩.১.১। রেট বেজ (rate base) এর সর্বশেষ প্রধান উপাদান রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (regulatory working capital)। বিতরণ লাইসেন্সীর ট্যারিফ রেট পরিকল্পনায় "রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল" কথা সাধারণ হিসাব বিজ্ঞানের "ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল" কথা হইতে ভিন্ন অর্থ বহন করে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলিতে বুঝায়, লাইসেন্সীর দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ যোগান দেওয়ার প্রয়াস এবং প্লান্ট-বহির্ভূত বিভিন্ন প্রকারের বিনিয়োগ যাহা লাইসেন্সীর চলমান পরিচালন অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে, ইহা লাইসেন্সীর স্বাভাবিক পরিচালন তহবিল যাহার জের মাস হইতে মাসান্তরে চলিতে থাকে।

৩.৪.২.৩.১.২। ইহা নগদ চলতি মূলধন (cash working capital), মওজুদ মালামাল ও সরবরাহ (materials and supplies inventory) এবং কোন অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ থাকিলে উহার সমষ্টি।

বিতরণ রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = নগদ চলতি মূলধন + মওজুদ মালামাল ও সরবরাহ + অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ

৩.৪.২.৩.২। নগদ চলতি মুলধন (Cash Working Capital)

৩.৪.২.৩.২.১। নগদ চলতি মূলধন বলিতে বুঝায়, সেবা প্রদানের জন্য যখন হইতে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন তখন হইতে, সেবার বিনিময়ে যখন অর্থ পাওয়া যাইবে তখন পর্যন্ত

মেয়াদকালে পরিচালন ব্যয় নির্বাহ, নগদ জেরের ঘাটতি পূরণ এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য লাইসেন্সী প্রদত্ত নগদ অর্থ ।

৩.৪.২.৩.২.২ । সূত্র অনুযায়ী, এক বৎসরের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের ১/৬ অংশ (মোটামুটি ষাট দিনের ব্যয়ের পরিমাণ) লাইসেন্সীর নগদ চলতি মূলধন থাকিবে । সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত স্বাভাবিক একচেটিয়া (natural monopoly) ব্যবসার ক্ষেত্রে, এই হিসাবে সেবার বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্তির পূর্বেই সেবার জন্য খরচের গড় হিসাব নির্ণয় করা হয় যাহা পরিচালনের জন্য লাইসেন্সীকে ব্যয় করিতে হইবে ।

নগদ চলতি মূলধন = $\frac{১}{৬}$ X **(বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়)**

৩.৪.২.৩.৩ । **মওজুদ মালামাল ও সরবরাহ (Materials and Supplies Inventory)**

৩.৪.২.৩.৩.১ । মওজুদ মালামাল ও সরবরাহ বলিতে বুঝায় সেবা প্রদানের জন্য দৈনন্দিন চাহিদা পূরণকল্পে লাইসেন্সীর প্রয়োজনীয় মালামাল ও সরবরাহ মূল্য (inventory value) ।

৩.৪.২.৩.৩.২ । এই উদ্দেশ্যে, যাচাই বর্ষের জন্য বার মাসের গড় ব্যবহৃত হয় ।

মওজুদ মালামাল ও সরবরাহ মূল্য = (মওজুদ মালামাল ও সরবরাহের বার মাসের মোট মূল্য) ÷ ১২

৩.৪.২.৩.৪ । **অগ্রিম-প্রদান (Prepayments)**

৩.৪.২.৩.৪.১ । যে সময়ের জন্য প্রযোজ্য সেই সময়ের পূর্বে কোন অর্থ প্রদান করা হইলে তাহাকে অগ্রিম-প্রদান বলে । অগ্রিম ভাড়া, বীমা ও কর ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত । মওজুদ মালামাল ও সরবরাহের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত মানদণ্ড অনুযায়ী সাধারণতঃ ইহার পরিমাণ নির্ণীত হয় ।

৩.৪.২.৩.৪.২ । গড় মাসিক পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য একাধিক যাচাইবর্ষের তথ্য পর্যালোচনা করিতে হইবে । কারণ, কোন কোন অগ্রিম ব্যয় (যেমন, অগ্রিম প্রদত্ত বীমার কিস্তি) প্রায়শঃ এক বৎসরের অধিক সময়ের জন্য হইয়া থাকে । কোন একক খাতের অগ্রিম প্রদান যত দীর্ঘ সময়ের জন্য হউক না কেন, অগ্রিম প্রদত্ত অর্থসমূহ যোগ করিয়া যাচাই বর্ষের জন্য উহার গড় করিতে হইবে । উদাহরণস্বরূপ, কোন যাচাই বর্ষে যদি বীমার অর্থ তিন বৎসরের জন্য অগ্রিম প্রদান করা হয়, তাহা হইলে প্রদত্ত মোট অর্থের পরিমাণকে তিন দ্বারা ভাগ করিতে হইবে এবং, ট্যারিফ রেটের উদ্দেশ্যে, ভাগফল বার্ষিক অগ্রিম প্রদানের পরিমাণরূপে গণ্য হইবে । অতঃপর চলতি মূলধনের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে অগ্রিম প্রদানসমূহের মাসিক গড় মূল্য বাহির করিবার জন্য উহাকে বার মাস দ্বারা ভাগ করিতে হইবে ।

৩.৪.২.৩.৪.৩। প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর একটি অগ্রিম-প্রদান (Prepayments) যাহা রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল-এর অন্তর্ভুক্ত। আমদানীকৃত পণ্যের চালান মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে অগ্রিম আয়কর প্রদান করা হয়, এবং ত্রৈমাসিক প্রাক্কলনের নিয়মিত সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রতি তিন মাস অন্তর অগ্রিম আয়কর সরকারকে প্রদান করা হয়। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল-এর উদ্দেশ্যে, লাইসেন্সী অগ্রিম প্রদত্ত আয়করের একটি অংশ ফেরত পাইতে পারে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল-এর পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে লাইসেন্সীর অগ্রিম পরিশোধিত আয়করের একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল-এ অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য, লাইসেন্সী যাচাই বর্ষে পরিশোধিত অগ্রিম আয়করের ১/১২ অংশ যোগ করিবে।

৩.৪.২.৩.৪.৪। বিতরণ লাইসেন্সী সেবা প্রদানের জন্য সাধারণতঃ ভোক্তাদের নিকট হইতে অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকে। ভোক্তার দায় পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ইহা লাইসেন্সীর জন্য অর্থ প্রপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। বিতরণ লাইসেন্সীগণ এই অগ্রিম তাহাদের চলতি মূলধনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ব্যবহার করিতে পারে। এই অর্থ লাইসেন্সীর নিজের অর্থ নহে বিধায় চলতি মূলধনের উপর রিটার্ণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, উক্ত অগ্রিম হইতে ব্যবহৃত অর্থ চলতি মূলধনের মোট পরিমাণ হইতে বিয়োগ করিতে হইবে। যদি বিতরণ লাইসেন্সী ভোক্তাদের জমাকৃত অগ্রিম অর্থের উপর সুদ প্রদান করে তাহা হইলে সেই সুদ ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে।

৩.৪.২.৩.৪.৫। প্রত্যেক বিতরণ শ্রেণীর বিপরীতে মোট সম্পদের শ্রেণীভিত্তিক বিভাজনের হারের সমান হারে চলতি মূলধনেরও বিভাজন করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি মোট সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ আবাসিক শ্রেণীর বিপরীতে বিভাজন হইয়া থাকে তাহা হইলে চলতি মূলধন চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ আবাসিক শ্রেণীর বিপরীতে হিসাব করিতে হইবে।

৩.৪.৩। রেট অব রিটার্ণ অন অ্যাসেটস (Rate of Return on Assets)

৩.৪.৩.১। সার-সংক্ষেপ

৩.৪.৩.১.১। কোয়ালিফাইং (qualifying) সম্পদের উপর ডিস্ট্রিবিউশন রেট অব রিটার্ণ (distribution rate of return) মূলধনের ভারিত গড় ব্যয় (weighted average cost of capital) হিসাবে নিম্নের সূত্র অনুযায়ী নির্ণয় করা হইবে ঃ

$$\text{অ্যাভারেজ কস্ট অব ক্যাপিটাল} = \frac{[(\text{ইকুইটি মূলধন} \times \text{ইকুইটির শতকরা হার}) + (\text{ঋণ মূলধন} \times \text{ঋণের শতকরা হার})]}{(\text{ইকুইটি মূলধন} + \text{ঋণ মূলধন})}$$

যেখানে ঃ

"ইকুইটির শতকরা হার" হইতেছে কোম্পানীর ইকুইটি মূলধনের উপর রেট অব রিটার্ণ (rate of return) যাহা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়।

"ঋণের শতকরা হার" হইতেছে ঋণ মূলধনের সুদের হারের হিসাবকৃত ভারিত মুল্য (weighted value) যাহা ইকুইটির উপর রেট অব রিটার্ণ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ণয় করা হয়।

৩.৪.৩.১.২। লাইসেন্সীর জন্য নির্ণীত সামগ্রিক রেট অব রিটার্ণ সকল বিতরণ শ্রেণীর প্রতি অভিন্নরূপে প্রযোজ্য হইবে।

৩.৪.৩.২। রিটার্ণ অন ইকুইটি (Return on Equity)

৩.৪.৩.২.১। ইকুইটি মূলধনের উপর রেট অব রিটার্ণ (rate of return) ইকুইটির ভারিত গড় (weighted average of equity) হিসাবে নিম্নের সূত্র অনুযায়ী নির্ণীত হইবে ঃ

$$\textbf{ইকুইটির শতকরা হার} = \frac{[(\text{কমন স্টক পরিমাণ X লভ্যাংশের হার}) + (\text{অবশিষ্ট ইকুইটির পরিমাণ X নন-স্টক রেট})]}{(\text{কমন স্টক পরিমাণ} + \text{অবশিষ্ট ইকুইটির পরিমাণ})}$$

৩.৪.৩.২.২। কমন স্টকের (common stock) ক্ষেত্রে, যাচাই বর্ষে অপরিশোধিত কমন স্টকের পরিমাণকে যাচাই বর্ষে প্রদত্ত সর্বশেষ লভ্যাংশের হার দ্বারা গুণ করা হয়।

৩.৪.৩.২.৩। বিতরণ লাইসেন্সীর নিকট বিদ্যমান অবশিষ্ট ইকুইটির ক্ষেত্রে, যদি উহা সরকারের মালিকানাধীন হয়, তাহা হইলে সরকারের ঋণের হার ব্যবহৃত হইবে।

৩.৪.৩.২.৪। সরকারের সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিকানাধীন লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে, অবশিষ্ট ইকুইটির কস্ট অব ক্যাপিটাল (cost of capital) সরকারের কস্ট অব ক্যাপিটালের সমান হইবে। রেট প্রণয়নের উদ্দেশ্যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিলাম অনুসারে, দুই বৎসর মেয়াদী বাংলাদেশ ট্রেজারী বিলের জন্য সাম্প্রতিকতম ট্রেজারী বিলের নিলাম রেট ব্যবহৃত হইবে।

৩.৪.৩.২.৫। যদি লাইসেন্সী বেসরকারী মালিকানাধীন বিতরণ কোম্পানী হয় যাহার ক্ষেত্রে কমিশনের প্রবিধান প্রযোজ্য, তাহা হইলে অবশিষ্ট ইকুইটি রেট নিম্নবর্ণিত আলোচনা অনুযায়ী নির্ণীত হইবে।

৩.৪.৩.২.৬। রিটার্ণ অন ইকুইটি (return on equity) নির্ণয়ে কমিশন ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (Capital Asset Pricing Model, CAPM) পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। ইহাতে ধরিয়া রওয়া হয় যে, কস্ট অব ইকুইটি হইল ঝুঁকিমুক্ত রেট অব রিটার্ণ এবং বিনিয়োগকারীদেরকে বাজার ঝুঁকির (market risk) ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদত্ত রিটার্ণের সমষ্টি। ইহা সাধারণভাবে "বেটা" (Beta) নামে অভিহিত। সামগ্রিক মার্কেট রিটার্ণের (market return)

সহিত স্টক রিটার্ণ (stock return) যে পরিমাণ উঠানামা করে 'বেটা' তাহা নির্দেশ করে। একজন লাইসেন্সীর স্টকের অতীত রিটার্ণ (stock's historical returns) মার্কেট রিটার্ণের সহিত তুলনা করা হয় এবং ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

৩.৪.৩.২.৭। ট্যারিফ রেট পরিবর্তনের জন্য আবেদনকারী লাইসেন্সীর দায়িত্ব হইবে ইকুইটির উপর একটি রেট অব রিটার্ণ প্রস্তাব করা এবং উক্ত ইকুইটি রেটের যথার্থতা প্রমাণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা। কমিশন উহার কর্মকর্তাদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং গণশুনানীতে উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনাক্রমে উক্ত ইকুইটি রেট নির্ধারণ করিবে।

৩.৪.৩.২.৮। ইকুইটির উপর রিটার্ণ নির্ধারণের অন্যান্য পদ্ধতি হইল ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (discounted cash flow), রিস্ক প্রিমিয়াম অ্যাপ্রোচ (risk primium approach) এবং কমপেয়ারেবল আর্নিংস অ্যাপ্রোচ (comparable earnings approach)।

৩.৪.৩.২.৮.১। ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (discounted cash flow) হইল ভবিষ্যতে কোন স্টকের যে মূল্য পাওয়া যাইবে উহার বর্তমান মূল্যমান। এই পদ্ধতি প্রয়োগের জটিলতা এই যে, ইহাতে বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি মূল্য নির্ধারণ করিতে হয়। যদি লাইসেন্সীর স্টক প্রকাশ্যে কেনা-বেচা না হয় অথবা নূতন কেনা-বেচা হয়, তাহা হইলে ইহা একটি ধারণা-নির্ভর (subjective) সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে।

৩.৪.৩.২.৮.২। রিস্ক প্রিমিয়াম (risk primium) পদ্ধতিও একটি সচরাচর ব্যবহৃত পদ্ধতি। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, ইকুইটির রেট অব রিটার্ণ ঋণের রেট অব রিটার্ণ অপেক্ষা বেশী হইবে। কস্ট অব ইকুইটি (cost of equity) হইল দীর্ঘমেয়াদী ডেট কস্ট এবং রিস্ক প্রিমিয়ামের সমষ্টি। রিস্ক প্রিমিয়াম নির্ধারণও অতীত স্টক রেকর্ডের ভিত্তিতে হইয়া থাকে।

৩.৪.৩.২.৮.৩। কমপেয়ারেবল আর্নিংস অ্যাপ্রোচ (comparable earnings approach) পদ্ধতিতে অন্যান্য লাইসেন্সীর একটি গ্রুপ নমুনা সংগৃহীত এবং ইকুইটি রিটার্ণের উপর একটি যৌগিক রেট (composite rate) নির্ধারণ করিয়া লাইসেন্সী কর্তৃক প্রস্তাব পেশ করা হয়। এইক্ষেত্রেও, একইরূপ ইকুইটি রেট কার্যধারার রেকর্ড (records of similar equity rate proceedings) এবং ফলাফলের প্রয়োজন হয়।

৩.৪.৩.২.৯। কমিশন উল্লিখিত সকল পদ্ধতিতেই ট্যারিফ আবেদন বিবেচনা করিবে, তবে ঝুঁকিমুক্ত রেট অব রিটার্ণ এবং বাজার ঝুঁকির (market risk) বিবেচনায়, ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেলের (Capital Asset Pricing Model) অনুরূপ পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। রেট অব রিটার্ণ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রমাণ করার দায়িত্ব লাইসেন্সীর উপর বর্তাইবে।

৩.৪.৩.২.১০। রেট পরিবর্তনের জন্য আবেদনকারী বিতরণ লাইসেন্সীর দায়িত্ব হইবে নন-স্টক ইকুইটির উপর একটি রেট অব রিটার্ণ প্রস্তাব করা এবং উক্ত রেটের যথার্থতা প্রমাণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা। কমিশন উহার কর্মকর্তাদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং গণশুনানীতে উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনাক্রমে উক্ত ইকুইটি রেট নির্ধারণ করিবে। আংশিক সরকারী মালিকানাধীন লাইসেন্সীর জন্য, বিতরণ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ও অনুমোদিত সুপারিশের অবর্তমানে, কমিশন কেবলমাত্র যাচাই বর্ষে অনুষ্ঠিত দুই বৎসর মেয়াদী নোটের সাম্প্রতিকতম ট্রেজারী বিলের নিলাম রেট গ্রহণ করিবে। যাচাই বর্ষে কোন নিলাম অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকিলে, যাচাই বর্ষের পূর্বে সর্বশেষ অনুষ্ঠিত উক্তরূপ নিলামে যে হার বিদ্যমান ছিল তাহা গৃহীত হইবে।

৩.৪.৩.৩। **রিটার্ণ অন ডেট (Return on Debt)**

৩.৪.৩.৩.১। ঋণ মূলধনের সুদের হারের ভারিত মূল্য (weighted value) এর উপর রিটার্ণ রেট নিম্নের সূত্র অনুযায়ী নির্ণীত হইবেঃ

$$\textbf{ঋণের হার \%} = \frac{[(\textbf{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ} \times \textbf{ঋণের হার}) + (\textbf{প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ} \times \textbf{লভ্যাংশের হার})]}{(\textbf{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ} + \textbf{প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ})}$$

৩.৪.৩.৩.২। যদি ভিন্ন ভিন্ন সুদের হারের অনেকগুলি দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ থাকে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন লভ্যাংশের হারের অনেকগুলি প্রেফার্ড স্টকের (preferred stock) ইস্যু থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একইরূপ ভারিত ব্যয় (weighted cost) হিসাব করিতে হইবে।

৩.৪.৩.৩.৩। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের হারের ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রয়োগকৃত ঋণের হার ব্যবহার করিবে, এমনকি ঋণ তহবিল যদি দাতা সংস্থার নিম্নতর হারের ঋণ হইতেও সংগৃহীত হইয়া থাকে।

৩.৪.৩.৩.৪। উক্ত হিসাবে ঋণের বকেয়ার পরিমাণ (বা অপরিশোধিত পরিমাণ) বিবেচিত হইবে, মূল ঋণের পরিমাণ নহে।

৩.৪.৩.৩.৫। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের একটি সার-সংক্ষেপ প্রদান করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা ঃ- উক্ত দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের উৎস ও তারিখসহ মূল ঋণের পরিমাণ, পুঞ্জিভূত মূল পরিশোধের পরিমাণ, যাচাই বর্ষের যে মেয়াদে ঋণ প্রযোজ্য ছিল সেই মেয়াদ, সুদের হার, যাচাই বর্ষে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ, যাচাই বর্ষে পরিশোধিত মূল ঋণের পরিমাণ, এবং যাচাই বর্ষের পূর্ববর্তী অর্থবৎসরে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ।

৩.৪.৩.৪। **ওভারঅল রেট অব রিটার্ণ (Overall Rate of Return)**

৩.৪.৩.৪.১। এই অনুচ্ছেদের প্রথম অংশে প্রদর্শিত রেট অব রিটার্ণ নির্ণয়ের মৌলিক সূত্র সরকারী বা বেসরকারী মালিকানাধীন বিতরণ কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। সূত্রটি নিম্নে পুনরুল্লিখিত হইলঃ

$$\text{অ্যাভারেজ কস্ট অব ক্যাপিটাল} = \frac{[(\text{ইকুইটি মূলধন X ইকুইটির শতকরা হার}) + (\text{ঋণ মূলধন X ঋণের শতকরা হার})]}{(\text{ইকুইটি মূলধন + ঋণ মূলধন})}$$

৩.৪.৩.৪.২। এই রেট অব রিটার্ণ বিতরণ প্রতিষ্ঠানকে উহার বিনিয়োগের উপর মুনাফা অর্জনের সুযোগ প্রদান করিবে, যাহা উহার দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের দায় পরিশোধ এবং মূলধন সৃষ্টির সামর্থ্যের জন্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩.৪.৪। **মোট ব্যয়** (Total Costs)

৩.৪.৪.১। **সাধারণ আলোচনা**

৩.৪.৪.১.১। মোট ব্যয় হইল নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের সমষ্টি, যথাঃ লাইসেন্সীর বিতরণ ব্যবস্থার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ রেট বৎসরে হিসাবভুক্তির জন্য ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদের স্ট্রেইট লাইন পদ্ধতিতে হিসাবকৃত অবচয় (depreciation) ব্যয়, কর, এবং লাইসেন্সীর বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালন সংক্রান্ত অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যয়, যাহা নিম্নের সূত্রটিতে প্রদর্শিত হইয়াছেঃ

মোট ব্যয় = পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় + অবচয় + আয়কর ও অন্যান্য কর

৩.৪.৪.১.২। বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Bangladesh Accounting Standard) এবং কমিশন কর্তৃক অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির (Uniform System of Accounts), যখন প্রণীত হইবে, ভিত্তিতে ব্যয়সমূহের হিসাব নির্ণীত হইবে।

৩.৪.৪.১.৩। প্রতিটি ট্যারিফ আবেদনের জন্য ব্যয়ের হিসাব বার মাসের প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রস্তুত করিতে হইবে। যেখানে সম্ভব, ব্যয় সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিতরণ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট করা হইবে, অন্যথায় ব্যয় বন্টিত হইবে।

৩.৪.৪.১.৪। কমিশন কর্তৃক যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, ট্যারিফ নিরূপণের জন্য সকল ব্যয়ের যতদূর সম্ভব বিস্তারিত হিসাব উল্লেখ করিতে হইবে।

৩.৪.৪.১.৫। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ব্যবসায়ের সেই সকল ব্যয় যাহা সেবা প্রদানের সহিত সরাসরি জড়িত বা উহা হইতে উদ্ভূত এবং সেবার ব্যবস্থাদি রক্ষণাবেক্ষণ জনিত ব্যয়।

৩.৪.৪.১.৬। সম্পদের বর্তমান বুক ভ্যালু (current book value) অনুযায়ী, ধার্যকৃত চলতি অবচয়ের পরিমাণ একটি ব্যয় হিসাবে মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং পরবর্তীতে সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন হইলেও উক্ত ধার্যকৃত অবচয়ের পরিবর্তন হইবে না।

৩.৪.৪.১.৭। সকল প্রযোজ্য কর কস্ট অব সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.৪.৪.১.৮। নিম্নের আলোচনা অনুযায়ী, এই ব্যয়সমূহ প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণীর প্রতি বরাদ্দ করা হইবে।

৩.৪.৪.২। **পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (Operation and Maintenance Expenses)**

৩.৪.৪.২.১। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ব্যবসায়ের সেই সকল ব্যয় যাহা সেবা প্রদানের সহিত সরাসরি জড়িত বা উহা হইতে উদ্ভূত এবং সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।

৩.৪.৪.২.২। বিতরণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কয়েকটি প্রধান প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঃ বিতরণ, ভোক্তা খাত, বিক্রয়, এবং প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়।

৩.৪.৪.২.২.১। **বিতরণ ব্যয়** (Distribution Expenses)

৩.৪.৪.২.২.১.১। বিতরণ ব্যয় দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, যথাঃ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৩.৪.৪.২.২.১.২। পরিচালন ব্যয় নিম্নোক্ত শ্রেণীসমূহে বিভক্ত, যথাঃ বিতরণ লোড ডিসপাচিং (load dispatching), কমপ্রেসর স্টেশন (compressor station) এর শ্রমিক ও ব্যয়, কমপ্রেসর স্টেশন (compressor station) এর জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ব্যয়, গ্যাস নেটওয়ার্ক ও সার্ভিস মেইনস্ ব্যয়, ক্যাথোডিক প্রটেকশন (cathodic protection) ব্যয়, মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন ব্যয়-সাধারণ, মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন ব্যয়-বাল্ক, শিল্প ও বানিজ্য, মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন ব্যয়-সিটি গেইট চেক স্টেশন, আবাসিক গ্যাস মিটার ও প্রেসার রেগুলেটর ব্যয়, ভোক্তা স্থাপনা ব্যয়, স্কাডা ও টেলিকমিউনিকেসন ব্যয়, অন্যান্য ব্যয় এবং ভাড়া।

৩.৪.৪.২.২.১.৩। নিম্নোক্ত ব্যয়সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত, যথাঃ রক্ষণাবেক্ষণ তদারকি ও প্রকৌশল, স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, কমপ্রেসর স্টেশন (compressor station) এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, গ্যাস নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ, ক্যাথোডিক প্রটেকশন (cathodic protection) সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ, মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ-সাধারণ, মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ-বাল্ক, শিল্প ও বানিজ্য, মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ-সিটি গেইট চেক স্টেশন, আবাসিক গ্যাস মিটার ও প্রেসার রেগুলেটর রক্ষণাবেক্ষণ, স্কাডা ও টেলিকমিউনিকেসন যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ।

৩.৪.৪.২.২.২। **ভোক্তার হিসাব সংক্রান্ত ব্যয় (Customer Accounts Expenses)**

৩.৪.৪.২.২.২.১। ভোক্তার হিসাব সংক্রান্ত ব্যয় কেবল পরিচালন ব্যয়রূপে বিবেচিত হয়। নিম্নোক্ত ব্যয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত, যথাঃ তদারকি, মিটার রিডিং,

ভোক্তার রেকর্ড ও বিল আদায়, অনাদায়যোগ্য হিসাব এবং ভোক্তা সম্পর্কিত বিবিধ ব্যয়।

৩.৪.৪.২.২.২.২। এই ব্যয়সমূহ ভোক্তার প্রতি বরাদ্দের অনুপাতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণীর প্রতি বরাদ্দ করা হয়।

৩.৪.৪.২.২.৩। **বিক্রয় ব্যয় (Sales Expenses)**

৩.৪.৪.২.২.৩.১। বিক্রয় ব্যয় কেবল পরিচালন ব্যয়রূপে বিবেচিত হয়। নিম্নোক্ত ব্যয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত, যথা ঃ তদারকি, প্রদর্শন ও বিক্রয় ব্যয়, বিজ্ঞাপন ব্যয়, এবং বিবিধ বিক্রয় ব্যয়।

৩.৪.৪.২.২.৩.২। এই ব্যয়সমূহ ভোক্তার প্রতি বরাদ্দের অনুপাতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণীর প্রতি বরাদ্দ করা হয়।

৩.৪.৪.২.২.৪। **প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়**

৩.৪.৪.২.২.৪.১। প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয় দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঃ পরিচালন ব্যয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়; তবে এই ব্যয়ের বৃহদাংশই পরিচালন সংশ্লিষ্ট। পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে রহিয়াছেঃ প্রশাসনিক ও বেতন-ভাতাদি, অফিস সরবরাহ, হায়ার্ড সার্ভিসেস (hired services), পাইপলাইন ও স্থাপনা বীমা, সম্পত্তি বীমা, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীদের জন্য ব্যয়, কর্মচারীদের পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা, ফ্রান্সাইজিং (Franchising), লাইসেন্স ফী, বিজ্ঞাপন ব্যয়, বিবিধ ব্যয়, এবং ভাড়া ইত্যাদি।

৩.৪.৪.২.২.৪.২। রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত কেবলমাত্র সাধারণ প্লান্ট (plant)-এর রক্ষণাবেক্ষণ জনিত ব্যয়।

৩.৪.৪.২.২.৪.৩। উল্লিখিত ব্যয়সমূহ ভোক্তা-বরাদ্দের অনুপাতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণীর বিপরীতে বরাদ্দ করা হয়।

৩.৪.৪.২.২.৫। **বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে হ্রাস-বৃদ্ধি (Foreign Currency Exchange Fluctuation)**

৩.৪.৪.২.২.৫.১। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশ টাকার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান রাজস্ব ক্ষতির সম্মুখীন হইতে পারে, কেননা ঋণ পরিশোধে সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা স্থানীয় মুদ্রায় হিসাবভুক্ত করা হয়। যদিও ঋণ সম্পর্কিত, তবুও এই ক্ষতি ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে। ইহা নিম্নরূপে নির্ণীত হইবে, যথাঃ অর্থ বৎসরের শেষে প্রচলিত বিনিময় হার হইতে অর্থ বৎসরের শুরুতে প্রচলিত বিনিময় হার বিয়োগ করিতে হইবে, এবং বিয়োগফলকে

উক্ত অর্থ বৎসরে পরিশোধিত ঋণের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ দ্বারা গুণ করিতে হইবে। ইহা প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.৪.৪.২.২.৫.২। যে সকল মালামাল ও যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে লাইসেন্সী হিসাবভুক্ত করিয়াছে উহাদের বিপরীতে ঋণ পরিশোধ জনিত বিনিময় হারের পাথর্ক্যের কারণে সেইসকল মালামাল ও যন্ত্রপাতির পুনরায় মূল্যায়ন করা যাইবে না, এবং বর্ণিত বিনিময় হারের পার্থক্য রেট নির্ণয়ের জন্য বিবেচিত হইবে না।

৩.৪.৪.২.২.৫.৩। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত ব্যয়ের বরাদ্দ চাহিদা বরাদ্দের ভিত্তিতে হইবে যাহা নিম্নের সারণীতে দেখানো হইলঃ

বিবরণ	**ব্যয় বরাদ্দ**		
	চাহিদা সম্পর্কিত	পণ্য সম্পর্কিত	ভোক্তা সম্পর্কিত
পরিচালন			
বিতরণ লোড ডিসপাচিং (load dispatching)	X		
কমপ্রেসর স্টেশন শ্রমিক ও ব্যয়	X	X	
কমপ্রেসর স্টেশন জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	X	X	
গ্যাস নেটওয়ার্ক ও সার্ভিস মেইনস্ ব্যয়	X		
ক্যাথোডিক প্রটেকশন (cathodic protection) ব্যয়	X		
মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন ব্যয়ু সাধারণ	X		
মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন ব্যয় - বাল্ক, শিল্প ও বানিজ্য			X
মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন ব্যয় - সিটি গেইট চেক স্টেশন	X	X	
আবাসিক গ্যাস মিটার ও প্রেসার রেগুলেটর ব্যয়			X
ভোক্তা স্থাপনা ব্যয়			X
স্কাডা ও টেলিকমিউনিকেসন ব্যয়	X		
অন্যান্য ব্যয়	X		
ঋাড়া	X		
রক্ষণাবেক্ষণ			
রক্ষণাবেক্ষণ তদারকি ও প্রকৌশল	X		
স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন	X		
কমপ্রেসর স্টেশনের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ	X	X	
গ্যাস নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ	X		

বিবরণ	ব্যয় বরাদ্দ		
	চাহিদা সম্পর্কিত	পণ্য সম্পর্কিত	ভোক্তা সম্পর্কিত
ক্যাথোডিক প্রটেকশন (cathodic protection) সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ	X		
মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ -সাধারণ	X	X	
মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ- বাল্ক, শিল্প ও বানিজ্য			X
মিটারিং ও রেগুলেটিং স্টেশন যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ - সিটি গেইট চেক স্টেশন	X	X	
আবাসিক গ্যাস মিটার ও প্রেসার রেগুলেটর রক্ষণাবেক্ষণ			X
স্কাডা ও টেলিকমিউনিকেসন যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ	X		
অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ	X		
ভোক্তার হিসাব			
ভোক্তা সেবা ব্যয়			X
বিক্রয় বৃদ্ধিকরণ			X
প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়			X

৩.৪.৪.২.২.৫.৪। যেক্ষেত্রে উপরের সারণীতে বর্ণিত কোন বিষয়ের যৌথ বরাদ্দ রহিয়াছে যেমন- চাহিদা ও পণ্যের ক্ষেত্রে, সেইক্ষেত্রে হিসাব করার পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩.৪.৪.২.২.৫.৫। মাসিক ভোক্তা চার্জ বা অন্য কোন বিবিধ চার্জ নির্ণয়ে ব্যবহৃত ব্যয়সমূহকে শ্রেণীর মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

৩.৪.৪.৩। **অবচয় (Depreciation)**

৩.৪.৪.৩.১। যাচাই বর্ষে ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সকল সম্পদের বার্ষিক মোট অবচয়ের পরিমাণ অবচয় ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.৪.৪.৩.২। এই ব্যয় প্রত্যেক প্লান্ট (plant) হিসাবের শতকরা হারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণীর প্রতি বরাদ্দ হইবে।

৩.৪.৪.৪। **আয়কর ও অন্যান্য কর (Income and Other Taxes)**

৩.৪.৪.৪.১। লাইসেন্সী কর্তৃক প্রদত্ত কর একটি ব্যয় যাহা নিয়ন্ত্রিত সেবা (regulated services) প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৩.৪.৪.৪.২। বাংলাদেশে একজন বিতরণ লাইসেন্সীর পরিচালন দুই প্রকার কর দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত যথা ঃ ভূমিকর ও আয়কর।

৩.৪.৪.৪.২.১। কর্মচারীর বেতন বা ঠিকাদারের বিল হইতে যে অর্থ লাইসেন্সী সরকারকে প্রদানের জন্য কাটিয়া রাখে তাহা ট্যারিফ রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সীর কস্ট অব সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। তবে উক্তরূপে কর্তিত অর্থের অতিরিক্ত কোন অর্থ লাইসেন্সী সরকারকে প্রদান করিলে তাহা সেবার ব্যয়ের একটি অংশ হিসাবে গণ্য হইবে। যদি লাইসেন্সী অন্য কোন কর পরিশোধ করে যাহা এই পদ্ধতিতে (methodology) আলোচিত হয় নাই কিন্তু যাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণের উপর রহিয়াছে, তাহা হইলে উহা কস্ট অব সার্ভিসের একটি অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

৩.৪.৪.৪.২.২। মূল্য সংযোজন কর (VAT) বিতরণ পর্যায়ে ভোক্তার নিকট হইতে আদায় করা হয়, বিতরণ লাইসেন্সীর উপর বর্তায় না।

৩.৪.৪.৪.২.৩। ভূমিকর গ্যাস বিতরণ পরিমাণ দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয় না, এবং সাধারণতঃ ইহা বিবিধ ব্যয় হিসাবে প্রদর্শিত হয়।

৩.৪.৪.৪.২.৪। সাধারণ্যে অনুন্মুক্ত ব্যবসায়ের (not publicly traded) কোম্পানীর ক্ষেত্রে এবং সাধারণ্যে উন্মুক্ত ব্যবসায়ের (publicly traded) কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয়কর ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারিত হারে আদায়যোগ্য হয়। বিতরণ লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে উল্লিখিত যে কোন একটি কোম্পানীর (not publicly traded/publicly traded) হার প্রযোজ্য হইবে, এবং যে হারটি প্রযোজ্য হইবে তাহার সমর্থনে ট্যারিফ রেট আবেদনপত্রে তথ্য-প্রমাণ থাকিতে হইবে।

৩.৪.৪.৪.৩। বাংলাদেশে পণ্য আমদানীর সময় একজন লাইসেন্সী মূল্য সংযোজন কর (VAT), আমদানী শুল্ক ও অগ্রিম আয়কর প্রদান করে। আমদানীকৃত পণ্যের চালান মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়।

৩.৪.৪.৪.৩.১। আমদানীকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (VAT) ও আমদানী শুল্ক সম্পদ বা পণ্যের সংগ্রহ ব্যয়ের একটি অংশ, তাই উহা উক্ত সম্পদ বা পণ্যের সংগ্রহ মূল্যের অন্তরর্ভুক্ত হয়। এই মূল্যই অবচয় এবং রিটার্ণ অন অ্যাসেটস (Return on Assets) নির্ধারণে ব্যবহৃত হইবে।

৩.৪.৪.৪.৩.২। যদি লাইসেন্সী কোন ক্রয়কৃত পণ্যের উপর মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রদান করে, তাহা হইলে উহা, ট্যারিফ রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, উক্ত পণ্যের সংগ্রহ ব্যয়ের অংশরূপে সম্পদ বা পণ্যের প্রদর্শিত ব্যয় (book cost) এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.৪.৪.৪.৪। আমদানীকৃত পণ্যের উপর অগ্রিম আয়কর প্রদান ছাড়াও, লাইসেন্সী কর্তৃক সরকারকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাক্কলিত অগ্রিম আয়কর প্রদান করিতে হয়। লাইসেন্সী সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য করের একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করে। লাইসেন্সীর দায়িত্ব করের একটি নির্ধারিত অংশ অগ্রিম প্রদান করা। প্রত্যেক তিন মাস পর পর, লাইসেন্সী বিগত তিন মাসের প্রকৃত আয় ও করের দায়ের ভিত্তিতে পরবর্তী তিন মাসের প্রাক্কলন সমন্বয় করে। অর্থ বৎসর শেষে, প্রদেয় আয়করের সহিত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর এবং পণ্য আমদানীর সময় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর সমন্বয় করিয়া নীট প্রদেয় আয়কর সরকারকে প্রদান করিতে হয়। যদি অগ্রিম প্রদত্ত আয়করের মোট পরিমাণ একই অর্থ বৎসরে সরকারের প্রাপ্য আয়করের পরিমাণের অধিক হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত আয়কর প্রদান করিতে হয় না, এবং অগ্রিম প্রদত্ত আয়করের উদ্বৃত্ত অংশ পরবর্তী অর্থ বৎসরের হিসাবে স্থানান্তরিত হয়। অগ্রিম আয়কর একটি অগ্রিম-প্রদান (prepayment) এবং উহার একটি অংশ রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (regulatory working capital)-এর অন্তর্ভুক্ত হইবে, যেরূপ উপরে চলতি মূলধন অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

৩.৪.৪.৪.৫। কোন যাচাই বর্ষে ট্যারিফ রেট নির্ধারণের জন্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত আয়করের পরিমাণ হইবে ঐ যাচাই বর্ষের জন্য প্রযোজ্য এবং বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত আয়করের প্রকৃত পরিমাণ। সুতরাং, কোন যাচাই বর্ষে ট্যারিফ রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করসমূহ নিম্নরূপ ঃ

করসমূহ = ভূমিকর + প্রদত্ত আয়কর

৩.৪.৪.৪.৬। রাজস্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভোক্তা শ্রেণীর বিপরীতে কর হিসাবভুক্ত করা হয়। যদি আবাসিক শ্রেণী শতকরা ৭০ ভাগ রাজস্বের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে শতকরা ৭০ ভাগ কর উক্ত শ্রেণীকে বরাদ্দ করা হইবে।

৩.৪.৫। **বরাদ্দ ফ্যাক্টর (Allocation Factors)**

৩.৪.৫.১। বরাদ্দের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সী নিম্নবর্ণিত তথ্য সংকলন করিবেঃ সংশ্লিষ্ট শ্রেণীসমূহের জন্য বিতরণ থ্রুপুট (distribution throughput), শ্রেণীসমূহের ভোক্তাসংখ্যা, দিনের সর্বাধিক চাহিদা (peak day demand), শ্রেণীসমূহের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর সর্বোচ্চ চাহিদা, গ্রস প্লান্ট (gross plant), এবং শ্রমের জন্য প্রদত্ত টাকার পরিমাণ।

৩.৪.৫.২। **কমোডিটি এবং ক্যাপাসিটি অ্যালোকেটর (Commodity and Capacity Allocator)**

কোন কোন ব্যয় ও সম্পদমূল্য কমোডিটি এবং ক্যাপাসিটি অনুসারে বরাদ্দ করা হয়। কমোডিটি বলিতে বুঝায় বিতরণ ব্যবস্থার গড় ব্যবহার এবং ক্যাপাসিটি বলিতে বুঝায় বিতরণ ব্যবস্থা হইতে দৈনিক সর্বোচ্চ চাহিদা (peak day requirements)।

৩.৪.৫.২.১। হাজার ঘনমিটারে (MCM) হিসাবকৃত বার্ষিক থ্রুপুট-কে ৩৬৫ দ্বারা ভাগ করিয়া গড় দৈনিক চাহিদা নির্ণীত হয়। ইহাই বিতরণ ব্যবস্থার পণ্য চাহিদা (commodity needs)।

৩.৪.৫.২.২। বিতরণ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ চাহিদার দিনের (peak day) পরিমাপকৃত সঞ্চালন পরিমাণের ভিত্তিতে, দৈনিক গড় সঞ্চালন পরিমাণের অতিরিক্ত পরিমাণ নির্ণীত হয়। এই পরিমাণই বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতার চাহিদা (capacity needs)।

৩.৪.৫.২.৩। অতঃপর পণ্য চাহিদাকে (commodity needs) দিনের সর্বোচ্চ চাহিদার পরিমাণ (peak day throughput) দ্বারা ভাগ করা হয় এবং ইহাই পণ্য অ্যালোকেটর (commodity allocator)। একইরূপে ক্ষমতা চাহিদাকে (capacity needs) দিনের সর্বোচ্চ চাহিদার পরিমাণ (peak day throughput) দ্বারা ভাগ করা হয় এবং ইহাই ক্ষমতা অ্যালোকেটর (capacity allocator)।

৩.৪.৫.৩। **থ্রুপুট এ্যালোকেটর (Throughput Allocator)**

যাচাই বর্ষের হিসাবকৃত তথ্যানুযায়ী, বিভিন্ন শ্রেণীর সেবা গ্রহণকারী ভোক্তাদের জন্য পরিবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ হইল থ্রুপুট অ্যালোকেটর (throughput allocator)। প্রতিটি শ্রেণীর গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ মোট থ্রুপুট (throughput) এর ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ করা হয়।

৩.৪.৫.৪। **ভোক্তাসংখ্যা অ্যালোকেটর (Number of Consumers Allocator)**

হিসাবকৃত তথ্যানুযায়ী, সেবার প্রত্যেকটি ভোক্তা শ্রেণীর ক্ষেত্রে যাচাই বর্ষে বিতরণ সেবা গ্রহণকারী ভোক্তার সংখ্যা হইল ভোক্তা সংখ্যা অ্যালোকেটর (number of consumers allocator)। এই সংখ্যাকে ভোক্তার মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে শতকরা হার পাওয়া যাইবে।

৩.৪.৫.৫। **পিক ডে রিকোয়ারমেন্টস্ অ্যালোকেটর (Peak Day Requirements Allocator)**

যাচাই বর্ষে বিতরণ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ চাহিদার দিনে (system peak day) প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণী কর্তৃক ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ হইল পিক ডে অ্যালোকেটর (peak day allocator)। মোট পিক ডে থ্রুপুট (peak day trhoughput) এর শতকরা হাররূপে শ্রেণীর ব্যবহার প্রকাশ করা হয়।

৩.৪.৫.৬। **রাজস্ব অ্যালোকেটর (Revenue Allocator)**

যাচাই বর্ষে লাইসেন্সী কর্তৃক প্রাপ্ত শ্রেণীওয়ারী মোট রাজস্বের শতকরা হার হইল রাজস্ব অ্যালোকেটর (revenue allocator)।

৩.৪.৫.৭। **শ্রম অ্যালোকেটর (Labour Allocator)**

যাচাই বর্ষের টাইম শীটের (time sheet) তথ্যানুযায়ী, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য লাইসেন্সীর মোট শ্রম ব্যয়ের শতকরা হার হইল শ্রম অ্যালোকেটর (labour allocator)।

৩.৪.৫.৮। **গড় ও অতিরিক্ত চাহিদা অ্যালোকেটর** (Average and Excess Demand Allocator)

গড় ও অতিরিক্ত চাহিদা অ্যালোকেটর (average and excess demand allocator) হইল প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণী কর্তৃক গ্যাস বিতরণ ক্ষমতার গড় ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ সিস্টেম লোড (system load) পূরণের জন্য তাদের দায়বদ্ধতা। কখনও কখনও ইহাকে “ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ক্ষমতা” (used and

unused capacity) অ্যালোকেটররূপে উল্লেখ করা হয় যা ব্যবহৃত ক্ষমতা ব্যয় এবং অব্যবহৃত ক্ষমতা ব্যয় হিসাবে আলাদা আলাদাভাবে নির্ণীত হয়। বিতরণ ব্যবস্থার মোট ব্যয়কে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর লোড ফ্যাক্টর (load factor) দ্বারা গুণ করিয়া ব্যবহৃত ক্ষমতার ব্যয় নির্ণয় করা হয়। বিতরণ ব্যবস্থার অবশিষ্ট ক্ষমতার ব্যয় অব্যবহৃত ক্ষমতা হিসাবে বিবেচিত। এই অ্যালোকেটর (allocator) নির্ণয়ের জন্য, লাইসেন্সীকে যাচাই বর্ষের যেসকল তথ্য সংকলন করিতে হইবে, তাহা হইল প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণীর বার্ষিক মোট গ্যাস ব্যহারের পরিমাণ (throughput), সর্বোচ্চ চাহিদার দিনের পরিমাপকৃত মোট ব্যহারের পরিমাণ (total maximum throughput) এবং প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণীর সর্বোচ্চ ব্যহারের পরিমাণ (maximum throughput)। ভোক্তা শ্রেণীর সর্বোচ্চ চাহিদা (class peak) সর্বোচ্চ চাহিদার দিন (peak day) ব্যতীত অন্য যে কোন সময় ঘটিতে পারে–উদাহরণ স্বরূপ যেমন, মৌসুমী ভাক্তা। নিম্নের সারণীতে অ্যালোকেটর (allocator) নির্ণয় পন্থা প্রদর্শন করা হইলঃ

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ভোক্ত শ্রেণী	বার্ষিক ব্যবহার (মিলিয়ন ঘন মিটার MMCM)	সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাহিদা (system peak) (MMCM/দিন)	শ্রেণীর সর্বোচ্চ চাহিদা (MMCM/দিন)	গড় চাহিদা (MMCM/দিন)	প্রসেস ডিমান্ড (MMCM/দিন)	অতিরিক্ত চাহিদা (MMCM/দিন)	গড় ও অতিরিক্ত চাহিদা (MMCM/দিন)	শতকরা হার
বিদ্যুৎ	৪১০০		৩৩.৭০	১১.২৩	২২.৪৭	১৫.৩৩	২৬.৫৬	৫৭%
সার	১৪০০		৯.৫৯	৩.৮৪	৫.৭৫	৩.৯৩	৭.৭৬	১৭%
শিল্প	১০০০		৭.৫৩	২.৭৪	৪.৭৯	৩.২৭	৬.০১	১৩%
আবাসিক	১০০০		৭.৫৩	২.৭৪	৪.৭৯	৩.২৭	৬.০১	১৩%
বাণিজ্যিক	৮০		০.৫৫	০.২২	০.৩৩	০.২৩	০.৪৪	১%
মৌসুমী	৫		০.০৩	০.০১	০.০২	০.০১	০.০২	০%
মোট	৭৫৮৫	৪৬.৮১	৫৮.৯৩	২০.৭৮	৩৮.১৫	২৬.০৩	৪৬.৮১	১০০%

বিল রেকর্ডের ভিত্তিতে, প্রত্যেক শ্রেণীর যাচাই বর্ষে বার্ষিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ (volume) এবং মোট বার্ষিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ (throughput) কলাম ১ এ দেখানো হইয়াছে। সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাহিদার দিনের পরিমাণ (system peak-day throughput) শুধু মোট হিসাবে কলাম ২ এ দেখানো হইয়াছে। যাচাইবর্ষের বিল রেকর্ডের ভিত্তিতে, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য সর্বোচ্চ গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ (maximum throughput) এবং মোট যোগফল কলাম ৩ এ দেখানো হইয়াছে। শ্রেণীর সর্বোচ্চ ব্যবহারের পরিমাণ (class maximum throughput) যাচাই বর্ষের যে কোন সময় ঘটিতে পারে। ইহা সামগ্রিকভাবে সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাহিদার দিন (system peak day) ব্যতীত অন্য কোন দিনও ঘটিতে পারে – যাহা ভোক্তা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

কলাম ১ এ প্রদত্ত ভোক্তা শ্রেণীভিত্তিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণকে ৩৬৫ দ্বারা ভাগ করিয়া গড় দৈনিক পরিমাণ বা সিস্টেমের গড় চাহিদা পাওয়া গিয়াছে। বস্তুত, ইহা সঞ্চালন পদ্ধতির "ব্যবহৃত" অংশ অথবা মোট পরিবাহিত গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন ক্ষমতা (capacity)। মোট গড় এবং মোট সিস্টেম পিক (system peak) এর মধ্যকার ব্যবধান হইল বিতরণ ব্যবস্থার গ্যাস সরবরাহ ক্ষমতার

"অব্যবহৃত" অংশ, যাহা কেবল সর্বোচ্চ চাহিদা মিটানোর জন্যই থাকে। উপরের উদাহরণে, বিদ্যুৎ শ্রেণীর ৪১০০ এমএমসিএম থ্রুপুটকে (throughput) ৩৬৫ দ্বারা ভাগ করিয়া ১১.২৩ এমএমসিএম গড় দৈনিক থ্রুপুট (throughput) পাওয়া গিয়াছে।

প্রসেস ডিমান্ড (process demand) বা থ্রুপুট (throughput) শ্রেণীর সর্বোচ্চ চাহিদা (কলাম ৩) হইতে গড় চাহিদা (কলাম ৪) বিয়োগ করিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। উপরের উদাহরণে, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে, শ্রেণীর সর্বোচ্চ চাহিদা দৈনিক ৩৩.৭০ এমএমসিএম হইতে ১১.২৩ এমএমসিএম বিয়োগ করিয়া প্রসেস ডিমান্ড (process demand) ২২.৪৭ এমএমসিএম পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর সর্বোচ্চ চাহিদার দিনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ক্ষমতা (capacity) উক্ত প্রসেস ডিমান্ড সম্পর্কে প্রত্যেক শ্রেণীর উপর নিম্নরূপে ন্যস্ত করা হইয়াছেঃ সর্বোচ্চ চাহিদার দিনের (peak day) দৈনিক মোট ৪৬.৮১ এমএমসিএম হইতে মোট গড় চাহিদা ২০.৭৮ বিয়োগ করিয়া ২৬.০৩ অতিরিক্ত চাহিদা পাওয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রসেস ডিমান্ড বা থ্রুপুট (২২.৪৭ এমএমসিএম)-কে মোট প্রসেস ডিমান্ড (৩৮.১৫ এমএমসিএম) দ্বারা ভাগ করা হইয়াছে এবং ভাগফল দশমিক মূল্যমানকে ২৬.০৩ দ্বারা গুণ করিয়া বিদ্যুৎ বিতরণে ন্যস্ত করার জন্য দৈনিক অতিরিক্ত চাহিদা ১৫.৩৩ এমএমসিএম পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং, এইরূপে শ্রেণীওয়ারী নির্ণীত সংখ্যা সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর উপর গড় গ্যাস ব্যবহারের অতিরিক্ত ক্ষমতার (capacity) বিষয়টি বর্তাইবে।

অতঃপর গড় ও অতিরিক্ত চাহিদা, কলাম ৪ এ প্রদত্ত পরিমাণ এবং কলাম ৬ এ প্রদত্ত পরিমাণের সমষ্টি হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, বিদ্যুৎ সেবার শ্রেণীর জন্য, ১১.২৩ যোগ ১৫.৩৩ সমান ২৬.৫৬, যাহা মোট সর্বোচ্চ চাহিদার দিনের ক্ষমতা দৈনিক ৪৬.৮১ এমএমসিএম এর ৫৭% যাহা কলাম ৮ এ দেখানো হইয়াছে। সুতরাং, যে কোন ক্ষমতার (capacity) ব্যয়কে যাহা সরাসরি ন্যস্ত করা যায় না, ০.৫৭ দ্বারা গুণ করিয়া বিদ্যুৎ শ্রেণীর রেট নির্ণয়ে ব্যয় হিসাবের প্রতি বরাদ্দ করা যাইবে। এই প্রক্রিয়া যে কোন সংখ্যক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইবে।

৩.৪.৬। **সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব (Recommended Operating Revenues)**

৩.৪.৬.১। প্রত্যেক বিতরণ শ্রেণীর জন্য সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব হইবে প্রস্তাবিত রিটার্ণ অন রেট বেজ (return on rate base) এবং চলতি বৎসরের অবচয় ও করসহ মোট পরিচালন ব্যয়ের সমষ্টি।

৩.৪.৬.২। এই হিসাব প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণীর জন্য, এবং ভোক্তা শ্রেণীর জন্য সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্বের সমষ্টি সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদার সমান হইবে। সমান্য গাণিতিক পার্থক্য হইতে পারে, এবং সেইক্ষেত্রে পার্থক্য ইতোমধ্যে নির্ণীত শ্রেণী পরিচালন রাজস্বের আনুপাতিক হারে ভোক্তা শ্রেণীর মধ্যে বন্টিত হইবে।

সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব = প্রস্তাবিত রিটার্ণ অন রেট বেজ + পরিচালন ব্যয়

৩.৪.৬.৩। লাইসেন্সীর রাজস্ব চাহিদা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে চলতি পরিচালন রাজস্বের (current operating revenues) সহিত সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্বের পরিমানের তুলনা করা হয়।

৩.৪.৭। **মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব (Total Current Operating Revenues)**

৩.৪.৭.১। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব হইবে নিম্নবর্ণিত আয়সমূহের সমষ্টি, যথাঃ বিতরণ সেবা রাজস্ব, প্রদত্ত অন্যান্য সেবা হইতে আয়, সুদ বাবদ আয়, এবং বিবিধ আয়।

মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব = বিতরণ + অন্যান্য সেবা + সুদ + বিবিধ

৩.৪.৭.২। ভোক্তা চার্জ, পুনঃসংযোগ চার্জ ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব বিবিধ আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.৪.৭.৩। প্রত্যেক বিতরণ শ্রেণীর জন্য চলতি রাজস্ব প্রকৃত হিসাবভুক্ত রাজস্বের ভিত্তিতে নির্ণীত হইবে।

৩.৪.৮। **প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধি (Proposed Revenue Increase)**

৩.৪.৮.১। চলতি পরিচালন রাজস্ব ও সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্বের মধ্যে শ্রেণীওয়ারী যে পরিমাণ রাজস্বের পার্থক্য তাহাই প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধি। এই রাজস্ব-বৃদ্ধি ট্যারিফ রেট বৃদ্ধি করিয়া অর্জিত হয় যাহা লাইসেন্সীকে সুপারিশকৃত রেট অব রিটার্ণ (rate of return) অর্জন এবং পরিচালন ব্যয় মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ প্রদান করে। নিম্নের সূত্রে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছেঃ

প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধি = সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব - চলতি রাজস্ব

৩.৪.৮.২। উল্লিখিত প্রস্তাবিত শ্রেণী রাজস্ব-বৃদ্ধিসমূহের উপর আয়কর প্রযোজ্য। সেই কারণে উক্ত প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধিসমূহকে সরাসরি চলতি রাজস্বের সহিত যোগ করিয়া বাস্তবায়ন করা হইলে, লাইসেন্সী সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব লাভে ব্যর্থ হইবে। ভবিষ্যতে প্রাপ্য রাজস্ব, বর্ধিত করের সমপরিমাণ কম হইবে। সুতরাং, লাইসেন্সী যাহাতে সুপারিশকৃত রাজস্বের সম্পূর্ণটাই অর্জন করিতে পারে তজ্জন্য রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণ কিছুটা বাড়াইয়া (grossed up) হিসাব করিতে হইবে। বর্ধিত কর হিসাবে ধরিয়া উক্ত রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইজন্য একটি রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর (revenue conversion factor) তৈরী করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব হইবে।

৩.৪.৮.২.১। রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর সকল শ্রেণীর ক্ষেত্রেই ব্যবহার্য। উল্লিখিত রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর একটি সূত্র দ্বারা নির্ণয় করা হয়। উক্ত সূত্র অনুযায়ী "১" সংখ্যাকে, অপর একটি "১" সংখ্যা হইতে প্রযোজ্য আয়কর হার বিয়োগ করিয়া যে বিয়োগফল পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা ভাগ করা হয়, যেরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর = ১ ÷ (১ - আয়কর হার)

৩.৪.৮.২.২। এইভাবে কনভারশন ফ্যাক্টর নির্ণয়ের পর উহা দ্বারা প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমানকে গুণ করিয়া সুপারিশকৃত রাজস্ব-বৃদ্ধি পাওয়া যাইবে, যাহা নিম্নরূপে প্রদত্ত হাইল ঃ

সুপারিশকৃত রাজস্ব-বৃদ্ধি = প্রস্তাবিত রাজস্ব-বৃদ্ধি X রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর

৩.৪.৯ । **মোট সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা (Total Recommended Revenue Requirement)**

মোট সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা হইতেছে চলতি শ্রেণীসমূহের রাজস্ব এবং সুপারিশকৃত শ্রেণীসমূহের রাজস্ব-বৃদ্ধির সমষ্টি, যেরূপ নিম্নের সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে ঃ

সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা = মোট চলতি রাজস্ব + সুপারিশকৃত রাজস্ব-বৃদ্ধি

৩.৫ । **বিতরণ রেট (Distribution Rate)**

৩.৫.১ । প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদাকে উক্ত শ্রেণীর বার্ষিক গ্যাস বিতরণ পরিমাণ (হাজার ঘনমিটার বা এমসিএম) দ্বারা ভাগ করিয়া উক্ত শ্রেণীর জন্য বিতরণ রেট নির্ণয় করা হয় । নিম্নের সূত্রে ইহা প্রদর্শিত হইল ঃ

বিতরণ রেট = সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা ÷ বার্ষিক বিতরণকৃত গ্যাসের পরিমাণ

৩.৫.২ । গ্যাস বিতরণ সেবা ধারাবাহিক ও ধারাবাহিকতাহীন (firm and interruptible) সেবা হিসাবে বিবেচিত হইলে, কমিশন কেস ভিত্তিতে এই সকল বিষয়ের সমাধান করিবে এবং প্রয়োজন মনে করিলে এই পদ্ধতি (methodology) সংশোধন করিতে পারিবে ।

৪ । **বিবিধ চার্জ (Miscellaneous Charges)**

৪.১ । **সার-সংক্ষেপ**

৪.১.১ । প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সীর বিশেষ কোন ভোক্তা শ্রেণীকে সেবা প্রদানের জন্য বিশেষ চাহিদা পূরণকল্পে বিবিধ চার্জ আরোপের প্রয়োজন হইতে পারে, যথাঃ পুনঃসংযোগ চার্জ, বিলম্বে বিল পরিশোধ চার্জ, বিশেষায়িত মিটার বা বিতরণ চার্জ ইত্যাদি ।

৪.১.২ । প্রত্যেক বিতরণ লাইসেন্সী তাহার রেট আবেদনপত্রে ভোক্তাদের প্রতি যে সকল বিবিধ চার্জ আরোপ করিতে ইচ্ছুক তাহার উল্লেখ করিবে, এবং উক্ত চার্জ নির্ণয়ে ব্যয়ের যথার্থতা প্রমাণকল্পে উহার সহিত একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যপত্র প্রদান করিবে । উক্ত রেট নির্ণয়ে কোন প্লান্ট বা কোন ব্যয় একবার ব্যবহৃত হইলে উহা পুনরায় প্রাকৃতিক গ্যাসের বিতরণ রেট নির্ণয়ে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না । বিবিধ চার্জ হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হইবে ।

৪.২ । **ভোক্তা চার্জ (Customer Charge)**

৪.২.১ । বিবিধ চার্জের একটি উল্লেখযোগ্য চার্জ হইতেছে ভোক্তা চার্জ । লাইসেন্সীর বিতরণ ব্যবস্থার সহিত ভোক্তাদের সংযুক্ত করিতে কিছু অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় যাহা রেট কাঠামোতে প্রতিফলন থাকিতে হইবে, উক্ত সংযোগ ব্যবহৃত হউক বা না হউক । নিম্নে একটি অভিন্ন আবাসিক ভোক্তা চার্জ নির্ণয়ের হিসাব প্রদান করা হইল ।

৪.২.১.১ । **অভিন্ন আবাসিক ভোক্তা চার্জ (Domestic Flat Customer Charge)**

৪.২.১.১.১ । অভিন্ন আবাসিক ভোক্তা চার্জ নির্ণয়ের জন্য কমিশনের হিসাব পদ্ধতি নিম্নরূপ হইবে ।

৪.২.১.১.২। হিসাবভুক্ত তথ্যাদি ব্যবহার করিয়া লাইসেন্সী সেবার জন্য এবং মিটারের জন্য প্লান্ট-হিসাব চিহ্নিত করিবে, যাহা আবাসিক শ্রেণীকে সেবা প্রদানে ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য।

আবাসিক সেবা ব্যয় + আবাসিক মিটার ব্যয় = আবাসিক সম্পর্কিত ভোক্তা চার্জ প্লান্ট ব্যয়

৪.২.১.১.৩। লাইসেন্সী পুনরায় হিসাবভুক্ত তথ্যাদি হইতে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহের ব্যয় যোগ করিবে, যথাঃ মিটার, ভোক্তা-আঙ্গিনায় গ্যাস স্থাপনা, মিটার রক্ষণাবেক্ষণ, ভোক্তা-হিসাব তদারকি, মিটার পাঠ, রাজস্ব আদায় ও ভোক্তা-রেকর্ড, ভোক্তা-রেকর্ড ও আদায় তদারকি, এবং ভোক্তা সহায়তা।

ব্যয়সমূহ ঃ

মিটার + গ্যাস স্থাপনা + মিটার রক্ষণাবেকক্ষণ + ভোক্তা-হিসাব তদারকি + মিটার পাঠ + রজস্ব আদায় + রজস্ব আদায় তদারকি + ভোক্তা সহায়তা = ভোক্তা ব্যয়

৪.২.১.১.৪। অতঃপর ভোক্তা প্লান্ট ব্যয়কে customer plant costs) যথাযথ পরিবহন ব্যয় (carrying costs) দ্বারা গুণ করিতে হইবে।

আবাসিক সংক্রান্ত ভোক্তা চার্জ প্লান্ট হিসাব X পরিবহন ব্যয় = ক্যারিয়িং কস্টস্ অন প্লান্ট

৪.২.১.১.৫। বৎসরের মোট ভোক্তা চার্জ ব্যয় নির্ণয়ের জন্য ব্যয়ের সহিত পরিবহন ব্যয় যোগ করিতে হইবে।

ক্যারিয়িং কস্টস্ অন প্লান্ট + ভোক্তা ব্যয় = বৎসরের ভোক্তা চার্জ ব্যয়

৪.২.১.১.৬। অভিন্ন আবাসিক সেবার জন্য মাসিক ভোক্তা চার্জ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, বৎসরের ভোক্তা চার্জ ব্যয়কে বৎসরের মোট আবাসিক ভোক্তা বিল সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। বৎসরের গড় ভোক্তা সংখ্যাকে বার সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া ভোক্তা বিল সংখ্যা নির্ণয় করা হইবে।

(বৎসরের ভোক্তা চার্জ ব্যয়) ÷ (ভোক্তা বিল সংখ্যা) = মাসিক ভোক্তা চার্জ।

কমিশনের আদেশক্রমে,

সৈয়দ ইউসুফ হোসেন
চেয়ারম্যান।